মে মাস
মা মারিয়ার মাস
বিশেষ সংখ্যা
মা দিবস
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
প্রসঙ্গ : মা ও মা দিবস
মায়ের পরশ
ঈদ মোবারক
খ্রিস্টান ও মুসলিমগণ : আশার সাক্ষ্যদানকারী

স্নেহময়ী মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী

ওগো প্রিয়তম মা জননী মোদের, এ বিশ্ব জগৎ সংসারে তোমার উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে, স্বস্তিতে ও তোমার স্নেহকোমল আশ্রয়ে। দেখতে-দেখতে দুইটি বৎসর কেটে গেলো তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার গৃহে আশ্রয় নিয়েছো। মা জীবনে চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তেই যে আমরা তোমাকে অনুভব করি। তুমি ছিলে আদর্শবান, কঠোর পরিশ্রমী, প্রার্থনাময়ী, অসীম ধৈর্যশীলা, পতিভক্তা, সৌন্দর্য পিপাসু এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী এক অনন্য মা জননী। নিজ হাতে তোমার মনের মত করে তিলে-তিলে গড়েছো তুমি তোমার প্রিয় তিন সন্তানকে। মা আমরা ভুলিনি তোমায়, আর ভুলবো না কোনদিন, যতদিন আছি এ ভবে। স্মরিবো তোমায় মোদের নিত্য দিনের প্রার্থনায়। আছো তুমি মোদের হৃদিমাঝে, ছিলে যেমন, থাকবে তেমন অমলিন, চিরদিন। তুমি মা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ কর। আমরা সবাই যেন তোমার পবিত্র জীবন আদর্শের অনুসারী হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে তাঁর অনন্তধামে চির সুখী করুন।

তোমারই রেখে যাওয়া পরিবারের পক্ষে–

স্বামী : আন্তনী রঞ্জিত গমেজ এবং আদরের সন্তানগণ
বড় মেয়ে : টেলা রীমা গমেজ
একমাত্র ছেলে : রোমিও রিক গমেজ
ছোট মেয়ে : রোজলিন মৌলিন গমেজ
মেয়ে জামাই : রনার্ড আগাষ্টিন ডি' রোজারিও এবং
আদরের একমাত্র নাতী : এ্যাথন এবেল ডি' রোজারিও

প্রয়াত মিলন মার্টিনা কস্তা

জন্ম : ২৬ মার্চ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৬
৯ -১৫ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৬ বৈশাখ - ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মা দিবস ও ঈদুল ফিতরের চেতনা জাগ্রত থাকুক সবসময়

বিশ্বের অনেক দেশে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে মা দিবস ঘটা করে উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর ৯ মে তা পালিত হবে। করোনার কারণে মা দিবস উদ্‌যাপনের আড়ম্বড়তা ও জৌলুস হয়তো কম থাকবে কিন্তু আন্তরিকতা ও নৈকট্য প্রকাশের সুযোগ আছে। কেননা ঘরে থেকেই আমরা মা দিবস পালন করতে পারবো। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদেরকে অনেক সময়ই বিভিন্ন কাজ ও অনুষ্ঠানের জন্য ঘরের বাইরে থাকতে হয়। ফলশ্রুতিতে অনেক সময়ই মা দিবসেও মা থেকে দূরে থাকতে হয়। কিন্তু করোনার কারণে সুযোগ এসেছে মার পাশে থেকে মা দিবস উদ্‌যাপনের। ঘরে থাকার কারণে এবার আমরা এটি দেখার সুযোগ পেয়েছি যে, আমাদের মায়েরা আমাদের জীবনকে সহজ, সুন্দর, নিরাপদ ও আরামপ্রদ করে তোলার জন্য কতটা পরিশ্রম করেন। মা পরিবারকে একসঙ্গে বেঁধে রাখেন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজ করার ও স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে মা তার সন্তানদের জন্য সাধ্যমত সর্বোত্তম ভালোটা করার চেষ্টা করেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিজের সব সাধ-আহ্লাদ, চাহিদা-প্রয়োজন, পছন্দ-ভাল লাগা, আরাম-আয়েশ, নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা নিশর্তে ত্যাগ করেন। সন্তানের ভাল লাগা ও আনন্দেই নিজের ভাল লাগা ও আনন্দ। নিজের সবকিছু দিয়েই মা সন্তানকে আগলে রাখেন। কেননা মায়ের কাছে সন্তানই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহার ও সেরা সম্পদ। মায়ের প্রতি সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা সন্তানেরা মা দিবসে ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।

পৃথিবীর সকল মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই মা দিবসটি পালন করা হয়। মা দিবসে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় মা ছাড়া এই পৃথিবীতে প্রকৃত আপন বলতে আর কেউ নেই। মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর জন্যই এই দিবস। মা শব্দে ছোট হলেও এর মাহাত্ম্য ও পরিধি অসীম। মায়া-মমতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, স্নেহ-ভালোবাসার খনি যাকে বলা হয় তিনি হলেন আমাদের মা। যে মা তিলে-তিলে নিজের জীবনকে নিশেষ করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তান তার মাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারছে কিনা তা আজ বড় প্রশ্ন? আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, সন্তান ও পরিবারের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা ও যত্নের বিনিময়ে কী পাচ্ছেন মা? আমাদের মধ্যে কতজন পরিবার ও সমাজে মায়েদের অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি? তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিচ্ছি; তাদের কাছে গিয়ে বসছি-সমস্যার কথা জানতে চেয়েছি, তাদের জড়িয়ে ধরি বলছি, মা তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক সন্তানই মা ও মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কোন যত্ন নেন না, খোঁজ খবর রাখেন না। কিন্তু মা দিবসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মা আমার পৃথিবী, আমার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা মা, আমার জীবন জুড়েই মা, মা তোমাকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি ইত্যাদি লিখে এবং মায়ের সাথে ছবি পোস্ট দিয়ে ভণ্ডামির ষোলকলা পূরণ করে মানুষের চোখে ভালো সাজার চেষ্টা করেন। এরূপ সন্তানদের একটাই পরামর্শ মায়ের কাছে যান, তাতেই আপনারা পারস্পরিকভাবে সুখ-শান্তি পাবেন।

কাথলিক খ্রিস্টানগণ মা মারিয়ার আশ্রয় নিয়ে জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও সংকটকে মোকাবেলা করে থাকেন। তাই মা মারিয়ার প্রতি তাদের রয়েছে বিশেষ ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। করোনা মহামারীর সংকট উত্তরণের জন্যও মা মারিয়ার সহায়তা চেয়ে ভক্তরা প্রার্থনা করছে। কুমারী মারিয়ার আদর্শে বলীয়ান হয়ে আমাদের মায়েরাও সন্তানদেরকে করোনা বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পালন করা হবে 'ঈদুল ফিতর' যার অর্থ হচ্ছে উৎসব, আনন্দ, খুশি, রোজা ভঙ্গকরণ ইত্যাদি। দীর্ঘ এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনা বা রোজা রাখা ও ইবাদত-বন্দেগির পর উদ্‌যাপিত ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের পরিবেশ রচনা করে যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হন এবং আনন্দ সহভাগিতা করেন; মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথপরিক্রমায় চলতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে। সকল মান-অভিমান, প্রতিকূলতা, পাওয়া না পাওয়ার সকল বেদনা ভুলে ঈদের দিন মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন, ধনী-গরিব সব মানুষের মহামিলনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। করোনাকালে ঈদের আনন্দের প্রকাশ ভঙ্গি হয়তো কম হবে। কিন্তু ঈদুল ফিতরের যে মূল চেতনা - ত্যাগের মধ্যদিয়ে নির্মল আনন্দ লাভ, গরীব-দুঃখীদের সাথে সহভাগিতা করা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষতা ইত্যাদি প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ এনেছে এ বছরের করোনাকালীন ঈদ। করোনাকালে মা দিবস ও ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন আমাদেরকে প্রত্যেককে সর্বদা ত্যাগের মূল্য দিতে ও নির্মল আনন্দ সহভাগিতা করতে অনুপ্রাণিত করুক ॥ †

আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। (যোহন ১৫:১৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

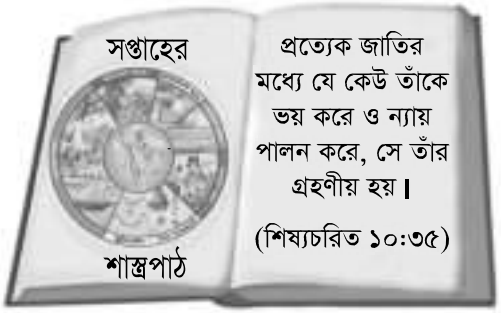

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৯ - ১৫ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৯ মে, রবিবার
শিষ্যচরিত ১০: ২৫-২৬, ৩৪-৩৫, ৪৪-৪৮, সাম ৯৮: ১-৪, ১ যোহন ৪: ৭-১০, যোহন ১৫: ৯-১৭

১০ মে, সোমবার
শিষ্যচরিত ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, যোহন ১৫: ২৬-- ১৬: ৪ক

১১ মে, মঙ্গলবার
শিষ্যচরিত ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৮, যোহন ১৬: ৫-১১

১২ মে, বুধবার
শিষ্যচরিত ১৭: ১৫, ২২-- ১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১৬: ১২-১৫

১৩ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্যচরিত ১৮: ১-৮, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৬: ১৬-২০

১৪ মে, শুক্রবার
প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস-এর পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
শিষ্যচরিত ১: ১৫-১৭, ২০-২৬, সাম ১১৩: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৭-৮, যোহন ১৫: ৯-১৭

১৫ মে, শনিবার
শিষ্যচরিত ১৮: ২৩-২৮, সাম ৪৭: ১-২, ৭-৯, যোহন ১৬: ২৩খ-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৯ মে, রবিবার
+ ১৯৯২ সিস্টার এম. মেকটাইড আরএনডিএম
+ ১৯৯৭ ফাদার ওবেদিও গারলারো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ফাদার আলফন্স জেংচাম ওএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ মে, সোমবার
+ ২০০১ ফাদার ফ্রান্সিসকো স্পাগ্‌নলো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার এমিলিয়া মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার ফিলিপ ডি' রোজারিও (বরিশাল)

১২ মে, বুধবার
+ ১৯৯৩ ব্রাদার ইসোদোর ফাবিউস জয়াল সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রাদার রালফ বার্ণার্ড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী গ্লোরিয়া পিসিপিএ

১৩ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৭ ব্রাদার জেমস তালারোভিচ সিএসসি (ঢাকা)

১৪ মে, শুক্রবার
+ ১৯৩৮ ফাদার জীন হামোন সিএসসি
+ ২০০৪ সিস্টার মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী সুশীলা এসএমআরএ

১৫ মে, শনিবার
+ ১৯৩৮ ফাদার সেলেষ্টিন এফ. নিয়ার্ড সিএসসি
+ ১৯৫৪ ফাদার থিওডোর কাস্তেল্লি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৮ ফাদার বেঞ্জামিন লাবে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

আমরা মায়ের জন্য কতটুকু করছি

"মা" নামটি সত্যি মহান। সন্তানের জীবনে মায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তান সর্বপ্রথম যে শব্দটি শেখে তা হলো 'মা'। মা নামটির আঁড়ালে লুকিয়ে আছে মায়া, মমতা আদর ও ভালবাসা। মায়ের কষ্ট, ধৈর্য্য ও সাধনা আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের ভিত্তি। মা আমাদের ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারন করেছেন। শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও আমাদের আগলে রেখেছেন। মায়ের কারণেই আমরা এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখতে পেয়েছি। মায়ের এক ফোঁটা দুধের মূল্য কোটি-কোটি টাকা দিয়েও পরিশোধ করতে পারবো না। সন্তান যখন ছোট থাকে মা নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে সবসময় সন্তানের সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। কিন্তু আমরা অনেক সময় শেকড়ের আশ্রয় দাতা অঙ্কুরের মূলকে ভুলে যাই। অনেক সময় ভুলে যাই মা আমাদের নরম দেহটিকে শক্ত পৃথিবী থেকে রক্ষা করে আমাদের যুদ্ধের কৌশল শিখিয়েছেন। তাঁর ফলেই আজ আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে।

সুতরাং আমরা দেখি মা সারাজীবন সন্তানের জন্য ত্যাগস্বীকার করেই যান। কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত আমরা মায়ের জন্য কতটুকু করছি? মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন আমাদের পবিত্রতম দায়িত্ব। তাই আমাদের কর্তব্য মায়ের কথ ামতো চলা ও কষ্ট করে হলেও মায়ের আশা পূরণ করা। তাতে জীবনে নিজেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, মায়ের জীবনে সুখ আসে। কিন্তু বাস্তবতায় আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই, বৃদ্ধ বয়সে মাকে হতে হচ্ছে শত কষ্টের সম্মুখীন। মাকে পথে নামতে হচ্ছে একমুঠো খাবারের জন্য। আমাদের বুঝা উচিত বৃদ্ধাবস্তায় মা শিশুর মতো শক্তিহীন, দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক ছোট বেলাতে আমরা যেমন থাকি। তাই এমন অবস্থায় তাদের প্রতি আমাদের সেবা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা উচিত। মায়ের ঠিকমত খোঁজখবর নেওয়া, যত্ন করা আমাদের সমস্ত কর্তব্যের শীর্ষ কর্তব্য। এই কর্তব্য এমন মানবিক কর্তব্য যে, একে উপেক্ষা করলে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারে না।

একদিন একটি শিশু ঘরের ভিতর বল নিয়ে খেলা করছিল। খেলা করার সময় হঠাৎ বলটি গিয়ে মায়ের ছবির ফ্রেমে লাগে এবং তা নিচে পড়ে ভেঙ্গে যায়। শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে বাবা এসে দেখে ছেলে তার মৃত মায়ের ছবি বুকে জড়িয়ে নিয়ে অজোরে কান্না করছে। যাদের মা নেই তারা কতটুকু কষ্টে আছে, একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারে মায়ের গুরুত্ব। কারণ, একটা সন্তানের জীবনে মায়ের চেয়ে বড় বন্ধু, বড় শিক্ষক আর নেই। মায়ের কাছ থেকে সন্তান আদর্শ, নীতি, নৈতিকতা, ধর্ম, আচার-আচরণ শিক্ষা লাভ করে এবং সেগুলো জীবন গড়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। তাই আমাদের যতটুকু সম্ভব মাকে সময় দেওয়া উচিত। তাঁর সকল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় আমাদের সচ্ছলতা থাকে না, তাই বলে মাকে অবহেলা করা উচিত নয়। মা আমাদের সুখ-দুখ বোঝেন। তাই আমাদের উচিত মায়ের সাথে সংসারের সুখ-দুখ ভাগাভাগি করে নেওয়া। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মে মায়ের গুরুত্ব সবার উপরে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে ঋনশোধের উপায় হিসেবে নয় বরং সেবার মনোভাবকে উচ্চাসনে বসাতে। আমরা কখনো মায়ের দানের প্রতিদান দিতে পারব না। তাই আমরা মায়ের কাছে চিরঋনী। এ ঋন কখনো শোধ হবার নয়। মাকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখাতে পরম সুখ। তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। তবেই মানব জনম সার্থক হবে এবং আমরা প্রকৃত স্বর্গ খুঁজে পাবো॥

জয় আন্তনী রোজারিও

ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল

পুনরুত্থানকালের ষষ্ঠ রবিবার

১ম পাঠ : শিষ্য ১০:২৫-২৭,৩৪-৩৫,৪০-৪২পদ।

২য় পাঠ : ১ যোহন ৪:৭-১০পদ।

মঙ্গলসমাচার : যোহন ১৫:৯-১৭ পদ।

আমি তোমাদের মনোনীত করেছি, আমি চেয়েছি তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, সফল হও, স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল।

শ্রদ্ধাভাজন খ্রিস্টভক্তগণ, মঙ্গলসমাচারে দেখতে পাই, প্রভু যিশু পিতার কাছে যাচ্ছেন জগত ছেড়ে। অর্থাৎ গোটা জগতটি প্রভু যিশু খ্রিস্টের, আর পিতার কাছে যেখানে যাচ্ছেন অর্থাৎ স্বর্গলোক, সেটাও প্রভু যিশু খ্রিস্টের। জগতটি যেমন প্রভু যিশুর, তেমনিভাবে দীক্ষাস্নানের গুনে ও অধিকারবলে জগতটি আমাদেরও অধিকারে। জগতটি আমাদের বলেই আমাদের চিন্তা-ভাবনা, ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ, সেবা কাজ, মঙ্গল কাজ, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ ইত্যাদি সবকিছুই বিশ্বজনীন মনোভাব নিয়ে করতে হয়, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়। যেমন, নিজের কারণে নয়, বরং বিশ্বের কথা ভেবে আমরা প্রার্থনা করব, বিশ্বের সকল প্রাণীর শান্তি হোক। অর্থাৎ এই বিশ্বকে আমার আপন বলে ভেবে ও ভালোবেসে, মঙ্গল কাজ সাধন করাটাই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদেশ।

আজকের মঙ্গলসমাচার যিশু খ্রিস্ট জগত ছেড়ে যাচ্ছেন এবং যাবার আগে আমাদেরকে শেষ পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা যেন যিশুর মতো করেই পরস্পরকে ভালবাসতে পারি এবং ভালোবাসার আদেশের পাশাপাশি মানব জীবনের কল্যাণের জন্য যেসব আদেশ দিয়ে গেছেন, তাও যেন পালন করি। আমাদের জাগতিক বাবা-মা কিংবা বৃদ্ধ দাদা দাদি তাদের মৃত্যুর পূর্বে নাতি-পুতি ও সন্তানদের জন্য কিছু আদেশ, অনুরোধ ও পরামর্শ রেখে যান। মৃত্যুর পূর্বে রেখে যাওয়া কথাগুলি আমাদের সবসময় মনে থাকে এবং নতশিরে আমরা তা পালন করি আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের শেষ সম্বলরূপ বাণী হিসেবে। যিশু খ্রিস্ট শারীরিকভাবে জগত ছেড়ে যাবার আগে আমাদের জন্য এই ভালবাসার বাণী এবং আদেশ পালনের বাণী রেখে যাচ্ছেন। আমাদের দাদা দাদি ও পিতা-মাতার বাণীগুলি যেমন করে আমরা আন্তরিকভাবে পালন করি, আজকে যিশুও চাচ্ছেন, জগত ছেড়ে যাবার আগের কথাগুলো আমরা যেন সেভাবেই পালন করি। শেষ কথাগুলি লক্ষ করি যে, তিনি শুধু পরামর্শ দেন নি বরং তিনি আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি অর্থাৎ পৃথিবীর সবাইকে সার্বজনীনভাবে যেনো ভালোবাসি এবং সেই ভালোবাসা বুকে লালন করে আমরা যেন সকলের কাজে আত্মনিয়োগ করি, সেজন্য তিনি আমাদের সবাইকে মনোনীত করেন এবং নিযুক্ত করেন। তাঁর আদেশ যদি পালন করি, তাহলে আমাদের সকলের কাজের ফল স্থায়ী হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। পৃথিবীর সার্বজনীন আমন্ত্রণ এবং সার্বজনীন কল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করাটাই যিশুর বিদায়ের শেষ বাণী আর এ বাণী যেন যেনতেন করে না দেখি বরং কঠোরভাবেই গ্রহণ করি। এই প্রত্যাশা নিয়ে তিনি শুধু পরামর্শ দেননি, তিনি আদেশ দিয়েছেন, যেন এই ভালবাসার পদ্ধতিতে আমরা ভুল না করি। পরস্পরকে ভালোবাসার বিষয়টিকে যদি উপেক্ষা করি, তাহলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। কাজেই প্রভু যিশুর শিক্ষার বাইরে গিয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করি তা তিনি চান না। তাই তিনি আদেশ করেন যেন বিশ্বজনীনভাবে অবশ্যই পরস্পরকে ভালোবাসি। আমাদের শিক্ষাদাতা কিংবা পরিত্রাতা গুরু হিসেবে তিনি আমাদের কাছে নিজের জীবন দিয়ে চরম উদাহরণ রেখেছেন যেন আমরা মানুষকে ভালবেসে সেবা করার জন্য, মানুষের মঙ্গল করার জন্য, প্রয়োজনে প্রাণ দিতে পারি। উজ্জ্বল আদর্শের প্রতীক হিসেবে তিনি নিজের প্রাণ দিয়েছেন বটে কিন্তু বাস্তবে বর্তমান জগতে বিশ্ব জগতের মঙ্গল করতে হয়তোবা আমাদের প্রাণ দিতে হবে না, কিন্তু আমরা পারি অন্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তব সমস্যা, হতাশা ও ব্যর্থতায় অংশগ্রহণ করতে।

যিশু আমাদেরকে বন্ধু বলেন। অর্থাৎ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন জাতির সকলকেই বন্ধু বলে সম্বোধন করেন। অর্থাৎ তিনি চান, পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ তার আহবানে সাড়া দিয়ে যিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লাভ করুক এবং যারা তার বন্ধু হবেন তারা যিশুর মতো করেই বিশ্ববাসীর কাছে সেবা পৌঁছে দেবেন। তাহলেই বিশ্বে তার বন্ধুদের মধ্যদিয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি আমাদেরকে দাস বলছেন না বন্ধু বলছেন এবং ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল পথ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বন্ধুদের প্রতি প্রভু যিশুর শেষ আদেশ, যেন আমরা অন্তত নিজ এলাকায় নিজের পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে সেই মঙ্গল বাণী কিংবা যিশুর বিধি নিষেধ আরোপিত নিয়মাবলী মানব সমাজে প্রসার ঘটাই ও বাস্তবায়ন করি।

যিশু তার বন্ধুদের আদেশ দিয়েছেন যে, তার মতো করে আমরাও যেন পরস্পরকে ভালোবাসি। এই আদেশ শব্দটি যখন আমাদের কানে আসে, তখনই আমরা একটু উল্টো রিয়াকশন করে থাকি। যদি কেউ আদেশ করে আমাদের মাথায় চট করে একটা শয়তান এসে যায় এবং শয়তান আমাদের ভাবতে শেখায় যে, আদেশদাতা এমন কে যে, তার আদেশ পালন করব? আমরা দোকানে গিয়ে কোন জিনিসপত্র বানাতে চাইলে বা খাবার কিনতে চাইলে কিছু অগ্রিম টাকা দিয়ে আদেশ দিয়ে আসি যে, আমার জন্য এত পরিমাণ দ্রব্যের ব্যবস্থা করবে। দোকান ব্যবসায়ীরা কিছু অর্থ আয় করতে পারবে বলে এমন আদেশ বা অর্ডার নতশিরে পালন করে থাকে। যিশু কিন্তু এমন মনোভাব নিয়ে আমাদেরকে আদেশ করছেন না, তার এই আদেশ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি এবং ভবিষ্যতে স্বর্গে যাওয়ার পক্ষে চাবিকাঠি হয়ে উঠবে, এমন মঙ্গল চিন্তা করেই আমাদের আদেশ দান করেন। আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দেবার আগে হয়তো যিশু আমাদের প্রশ্ন করবেন, তোমরা কি প্রতিবেশীকে ভালবেসেছো? প্রভুর প্রার্থনা আমি তো কতবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি তোমরা যেমন প্রতিবেশীকে ক্ষমা করবে তেমনি আমিও ক্ষমা করব। বিপরীতে তোমরা প্রতিবেশীকে ক্ষমা করবে না, আমিও ক্ষমা করব না। কাজেই তোমরা কি সেই আদেশ পালন করেছো? এই প্রশ্নের উপর নির্ভর করবে আমার স্বর্গ কিংবা নরক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যিশুর আদেশ আমাদের জাগতিক মানুষের প্রতি দাসস্বরূপ আদেশ নয়। এই আদেশ পৃথিবীতে একতা শান্তি প্রেম সেবা সহিষ্ণুতা এবং পরকালে ঈশ্বরের সাথে তাঁর বন্ধুদের মিলনের উদ্দেশ্যে। কাজেই আমরা যেন প্রভু যিশুর প্রত্যেকটি আদেশ পালনে শয়তানকে স্থান না দিয়ে বরং আন্তরিক হই।

প্রভুর আদেশ পালনে বন্ধু পিতর: প্রথম শাস্ত্রপাঠে পিতর তার বন্ধু যিশুর বাণীপ্রচার এবং ভালোবাসার আদেশ পালন করতে গিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষকে জানাচ্ছেন যে, ঈশ্বর কারো প্রতি পক্ষপাত করেন না। যেকোনো জাতির মানুষ তাঁকে যদি সম্ভ্রম করে এবং ধর্ম আচরণ করে, সে তাঁর অনুগ্রহের পাত্র হয়। পিতরের বাণী যারা শুনেছেন, তারা বিশ্বাস করেছেন এবং বিশ্বাস করা মাত্র পবিত্র আত্মার ঐশ অনুগ্রহ পাবনের মত তাদের উপর নেমে এসেছে। এবং পবিত্র আত্মা লাভের মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মন পরিবর্তন করে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। দেখলাম যিশুর আদেশ পালন করতে গিয়ে পিতরের একটি বাড়ি পরিদর্শনে গোটা সমাজের উপর এবং পরিচ্ছেদন পন্থীদের উপর পবিত্রতার অনুগ্রহ এবং মন পরিবর্তনের দীক্ষাস্নান দিতে পেরেছেন। আমরা যারা মেষপালক আছি কিংবা পজেটিভ দীক্ষিত ভক্ত আছি, আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা অনুপ্রেরণা হতে পারে যে, কারো বাড়ি পরিদর্শন করা কত প্রয়োজনীয়। খ্রিস্টসেবকদের বাড়ি পরিদর্শনের অভাবেই আজ বিভিন্ন পরিবারে সমাজে নানা বিধ অনৈতিক অপকর্ম, দুর্ঘটনা, কেস-মামলা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে পরিদর্শন নয়, আমি মনে করি, কোন ধর্মীয় গুরু কিংবা গণপালক যদি কোন সমাজের মধ্যদিয়ে মাসে অন্তত একবার অতিক্রম করে যায়, তাহলেও ৫০ ভাগ অনৈতিক অপকর্ম থেকে খ্রিস্টভক্তরা রক্ষা পাবে। ইদানিংকালে

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী

খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ : আশার সাক্ষ্যবহনকারী

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা

ঐশ আশীর্বাদ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ একটি মাস; এই মাসটি উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কাউন্সিল থেকে আমরা আপনাদের প্রতি আমাদের ভ্রাতৃপূর্ণ ও কল্যাণময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে আনন্দিত।

উপবাস, এর সাথে প্রার্থনা ও দয়ার কাজ (ভিক্ষাদান) এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার এবং যাদের সাথে আমরা বসবাস করি ও কাজ করি তাদের অধিকার সন্নিকটে নিয়ে আসে এবং ভ্রাতৃত্বে একত্রে পথ-চলাকে বেগবান রাখতে সাহায্য করে।

বিগত মাসগুলোর সময় মানুষ যখন যন্ত্রণা, উদ্বেগ ও দুঃখ-বেদনা, বিশেষভাবে 'লক্‌ডাউন' সময়ে আমরা সবাই ঐশ সহায়তার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছি ; উপলব্ধি করেছি, কামনা করেছি ভ্রাতৃ-সাহায্য-সহমর্মিতার প্রত্যক্ষ চিহ্ন ও এর প্রকাশ : যেমন, একটি *টেলিফোন কল্*, সান্ত্বনা ও সমর্থনব্যঞ্জক একটি সংবাদ, একটি প্রার্থনা, খাদ্য ও ঔষধপত্র ক্রয়ের জন্য সহায়তা, বিভিন্ন পরামর্শ এবং খুব সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এমন নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাসবাণীর জানান দেওয়া যে, সংকটপূর্ণ প্রয়োজনের মুহূর্তগুলোতে কেউ-না-কেউ আমাদের পাশে সর্বদাই রয়েছে। ঐশসহায়তা যা আমাদের প্রয়োজন ও আমরা অন্বেষণ করি, বিশেষভাবে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারীকালের পরিস্থিতিতে তা বিভিন্ন প্রকার : ঈশ্বরের দয়া, ক্ষমা, ঈশ্বরের যত্ন এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দান। তথাপি, এই সময়গুলোতে যা আমাদের সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন তা হল: আশা।

এই সময়ে তাই এই 'আশা' গুণটির উপর কিছু অনুচিন্তন বা ধ্যান-ধারণা আপনাদের সাথে সহভাগিতা করা উপযুক্ত বলে মনে করি। আমরা যেমন সচেতন যে, আশাবাদ নিয়েই আশা; তবে এটি আশাবাদেরও উর্ধ্বে। আশাবাদ যখন একটি মানব দৃষ্টিভঙ্গি, আশা'র ভিত্তি রয়েছে এমন কিছুতে যা ধর্মীয় : ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন; আর তাই তিনি তাঁর ঐশ সহায়তার মধ্য দিয়ে আমাদের যত্ন নিয়ে থাকেন। তিনি তা করেন তাঁর আপন রহস্যময় উপায়গুলোর মাধ্যমে যেগুলো আমাদের কাছে সবসময় অনুধাবনযোগ্য নয়। এমনসব পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সেই ছেলেমেয়েদের মত যারা তাদের পিতামাতার প্রেমপূর্ণ যত্নের ব্যাপারে নিশ্চিত; কিন্তু এ-ও সত্য যে, তারা এ'টি পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে তখনও সমর্থ নয়।

আশা জাগ্রত হয় আমাদের এ বিশ্বাস থেকে যে, আমাদের সকল সমস্যা এবং পরীক্ষারই একটি অর্থ রয়েছে, রয়েছে একটি মূল্য ও একটি উদ্দেশ্য। এগুলোর কারণ তথা এগুলো কেন ঘটল তা বুঝতে অথবা এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার উপায় যতই কঠিন হোক না কেন, এগুলোর মূল্য ও উদ্দেশ্য আছেই। একই সাথে আশা এই বিশ্বাসও বহন করে যে, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই বিরাজ করে কল্যাণ বা মঙ্গলময়তা। অনেক সময়, কঠিন ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে, সাহায্য, এবং এর দ্বারা আনিত আশা বেরিয়ে আসে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাদের আমরা খুব কমই প্রত্যাশা করি।

মানব ভ্রাতৃত্ব এর অগণিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে সবারই জন্যে হয়ে যায় আশার উৎস ; বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে যাদের রয়েছে কোন না কোন প্রয়োজন। আমাদেও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক এবং ধন্যবাদ দেই আমাদেও সঙ্গী-সাথি সেই নারী ও পুরুষদের, যারা ধর্মীয় কোন ভেদাভেদ আমলে না এনে বিশ্বাসীবর্গ এবং শুভাকাংখি ব্যক্তিগণ প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরী দুর্যোগকালে যেমন দ্বন্দ ও যুদ্ধ, তড়িৎ গতিতে সাড়া ও উদার সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। এমনসব উদার মানুষ এবং এদের মধে বিরাজমান কল্যাণ, আমরা যারা বিশ্বাসী, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা বা ভ্রাতৃ উদ্দীপনা হল বিশ্বজনীন, এটি ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল সীমারেখাকে অতিক্রম করে। এই চেতনা অবলম্বনে আমরা অনুকরণ করি সেই ঈশ্বরকে যিনি তাঁর দ্বারা সৃষ্ট মনুষ্য-জাতির উপর, অন্যান্য সৃষ্টি এবং গোটা বিশ্বমণ্ডলের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করেন। সেই কারণেই আমাদের 'সবার গৃহ বা ধরিত্রী' এই গ্রহের প্রতি বর্তমান যত্ন ও উদ্বেগ হল পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা অনুসারে আশার আরো একটি চিহ্ন।

আমরা সচেতন যে আশার শত্রুও রয়েছে: ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্নের উপর বিশ্বাসের অভাব, আমাদের ভাই ও বোনদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে যাওয়া ; নৈরাশ্যবাদ; হতাশা এবং পরিপন্থী ভিত্তিহীন অনুমান বা ধৃষ্টতা, একজনের নিজস্ব নেতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ এবং আরো এমন ধরণের বিষয়ের উপর ভিত্তি ক'রে অমূলক সর্বসাধারণকরণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং আমাদের সকল ভাই ও বোনের উপর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্যই এই ক্ষতিকর চিন্তা, মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়াগুলোকে ফলপ্রসূভাবে মোকাবেলা করতেই হবে।

In his recent Encyclical Letter Fratelli Ttutti, Pope Francis speaks frequently of hope. There he tells us:" I invite everyone to renewed hope, 'for hope speaks to us of something deeply rooted in every human heart, independently of our circumstances and historical conditioning. Hope speaks to us of a thirst, an aspiration, a longing for a life of fulfilment, a desire to achieve great things, things that fill our heart and lift our spirit to lofty realities like truth, goodness and beauty, justice and love... and it can open us up to grand ideals that make life more beautiful and worthwhile' (cf. Gaudium et spes, 1). সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বিশ্বজনীন পালকীয় পত্রে প্রায়শই আশার কথা ব্যক্ত করেছেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন : "আমি এক নবায়িত আশার প্রতি আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাই ; কেননা আশা আমাদেরকে এমন কিছু তুলে ধরে যা প্রত্যেকের মানব হৃদয়ে গ্রথিত, তবে আমাদের পরিস্থিতি, অবস্থা ও ঐতিহাসিক ঘটনা এ-সব কিছুর প্রভাব থেকে মুক্ত স্বাধীন থেকেই। আশা আমাদের যা বলে তা হল: একটি তৃষ্ণা, একটি সু-ইচ্ছা, জীবনের পূর্ণতার জন্য প্রবল ইচ্ছা, মহৎ অনেক কিছু অর্জন করার আকাংখা ; আশা উপস্থাপন করে এমন-কিছু, যা আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয় এবং আমাদের মন-অন্তরকে সত্য, কল্যাণ ও সৌন্দর্য, ন্যায্যতা ও ভালবাসা ----- এমন উন্নত মানসম্পন্ন বাস্তবতার দিকে উত্তোলিত করে ; এবং আশা এমন মহৎ আদর্শগুলোর প্রবশ পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারে, যার ফলে আমাদের জীবন হয়ে উঠতে পারে অধিকতর সুন্দর ও উপযুক্ত। (cf. Gaudium et spes, 1).

আসুন তাহলে আশার বিভিন্ন পথ ধরে চলমানভাবে অগ্রসর হই (অনুচ্ছেদ ৫৫)। খ্রিস্টান ও মুসলমান আমরা সবাই আশার বাহন হবার জন্য আহূত, বর্তমান সময় এবং আগত সময়গুলোর জন্যও; আমরা আহূত সাক্ষদানকারী, পুনঃস্থাপনকারী এবং গঠনকারী হওয়ার জন্য , বিশেষভাবে তাদের মাঝে ও তাদের জন্য যারা অভিজ্ঞতা করছে চরম কষ্টকর পরিস্থিতি ও হতাশা। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ আমরা আপনাদের জন্য আমাদের প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দেই এবং আপনাদের জন্যে কামনা করি একটি শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ রমযান মাস এবং এক আনন্দপূর্ণ ঈদুল ফিত্‌র মহোৎসব।

ভাতিকান থেকে প্রদত্ত, ২৯ মার্চ ২০২১

মিগুয়েল এঞ্জেল কার্ডিনাল আউসো গুইক্সট এমসিসিজে
প্রেসিডেন্ট
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কোদিথুউয়াক্কু জ্ঞানাকারাতনে কানকালামালাগে
সেক্রেটারী
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

ভাষান্তর : ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, সেক্রেটারী, সিবিসিবি খ্রিস্টীয় ঐক্য ও সংলাপ কমিশন।

প্রসঙ্গ : মা ও মা দিবস

ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি

ভূমিকা: সাধারণত মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার সারা পৃথিবীতে "মা দিবস" পালন করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মা দিবস পালন করা হয়ে থকে। প্রকৃত পক্ষে আলাদা করে মা দিবস পালনের তেমন কোন প্রয়োজন নেই কারণ সন্তানের কাছে প্রতিদিনই মা দিবস হওয়া উচিৎ। তবে মা দিবস পালনের বিশেষ গুরুত্ব হলো যে সন্তানেরা সারা বছরই মায়ের কাছ থেকে অনেক সেবা, শিক্ষা পেয়ে থাকলেও অনেক সময় আমরা মাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেইনা। আর এজন্যেই বছরের অন্তত একটা দিন সচেতনভাবে মাকে নিয়ে বিশেষ উৎসব করা, তাকে ঘিরে পরিবারের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা করা সন্তানের জন্য বিশেষ সুযোগ ও দায়িত্ব।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের ১২ তারিখে আন্না জারিয়ুস নামে এক মহিলা তার মায়ের মৃত্যুর পর, মায়ের সম্মানে একটি স্মরণসভা করেছিলেন এবং এ থেকেই মূলত: মা দিবস পালনের সূত্রপাত। এটা কোন ধর্মীয় উৎসব নয় কিন্তু মাকে সম্মান দেখানোর জন্য গোটা পৃথিবীতে আজ এই মা দিবস পালন করে থাকে যদিও সব দেশে একই দিনে পালন করা হয় না।

মা দিবস পালনের প্রাথমিক কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

০১। পরিরবারে ও সমাজে মায়ের ভূমিকা অনন্য তার স্বীকৃতি দেওয়া: আমরা অনেকে স্বীকার করি বা না করি পরিবারে মায়ের ভূমিকা নানাভাবে, নানা কারণেই অনন্য। সারা বছরই পরিবারে সন্তানেরা মাকে অনেক সময় তেমন কোন গুরুত্ব দেয় না, সম্মান দেয় না এবং পরিবারে অন্যান্যরাও পরিবারে একজন মায়ের ভুমিকাকে তেমন কোন আমলে আনে না। তাই অন্তত: বছরে একদিন সচেতনভাবে পরিবারে মায়ের অসামান্য অবদান ও ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানানোরা জন্য মা দিবস অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

০২। সম্মান দেখনো: মাকে অন্তত একটা নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ সম্মান দেখানো, সারা বছর তার বিরামহীন, ক্লন্তিহীন পরিশ্রমের জন্য তার প্রশংসা করা, তাকে বিশেষ সম্মান দেখানো। পরিবারে সারা বছর তার সকল কাজ, সকল ত্যাগস্বীকার ও সকল অবদানের জন্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া।

০৩। মাতৃত্বকে সম্মান ও স্বীকৃতি: মা দিবসে শুধু মাকে নয় কিন্তু মাতৃত্বকেও বিশেষ সম্মান দেখানো উচিৎ। মা হবার জন্য একটা মাকে যে কি পরিমান কষ্ট করতে হয় তা যারা মা হয়নি তারা হয়তো বুঝবে না। একজন মেয়ে বিয়ের পর থেকে হয়তো ভাবতে থাকে মা হতে পারবে কিনা; ঈশ্বর তাকে সেই ক্ষমতা, যোগ্যতা দিয়েছেন কিনা। না হতে পারলে কি হবে। সন্তান গর্ভে আসার পর কি হবে কেমন হবে, সব কিছু ঠিকঠাক হবে তো, সন্তান বা মা মরে যাবেনাতো, প্রসবের জন্য কত টাকা লাগবে, কোথায় থকবে তখন, গর্ভকালীন অবস্থায় সংসার সামলানো এ ধরণের আরো কত কি। এত কষ্ট করে, শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণা বুকে চেপে নিয়ে যারা মা হয় বছরে অন্তত একদিন তাদের সেই মাতৃত্বকে সম্মান দেখানো মানবজাতির কর্তব্য। মা দিবসে মাতৃ ত্বকে সম্মান দেখানোর বিশেষ দিন।

পরিবার ও জাতি গঠনে মায়েদের অবদান

০১। মায়েদের দেশ ও জাতি গঠনে মায়েদের অবদান: সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছিলেন "আমাকে একটা ভাল মা দাও অমি তোমাদের একটি ভাল জাতি দেব।" আমি নিজে আমার একটা কবিতায় লিখেছিলাম, "আমি আজ যা হয়েছি, তা আমার মায়েরই জন্য"। আমরা সন্তানেরা পরিবারের জন্য, সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য, পৃথিবীর জন্য যা কিছু করি, আমরা যা হই তাতে প্রায় পুরোটাই মায়ের অবদান। সন্তানের জীবনে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান-গুনের বিকাশ হয় ময়ের মাধ্যমে, মায়ের কারণে। আমি ছোটবেলা যখন লাট্রিন প্রার্থনা মুখস্থ করতাম মা তখন আমার পাশে বসে থাকতেন যেন ঘুমিয়ে না পরি, যেন মুখস্থ করতে পারি, যেন ভাল খ্রিস্টযাগ সেবক হতে পরি। শুধু তাই নয় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মা প্রতিদিন আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। আর সেজন্যেই বোধহয় আমি আমার একটা কবিতায় লিখেছিলাম "আমার মা আমার দেবতা, আমার ঈশ্বর"। হ্যাঁ মায়ের আদর, যত্নের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের আদর, যত্ন ও ভালবাসার স্পর্শ পাই। আমাদের সকলের কাছেই মা ঈশ্বরের স্পর্শ রাখেন।

০২। মায়েদের ত্যাগস্বীকার: আমাদের সকলের মা সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষায়, মানুষ হিসাবে সঠিক গঠনদানে কত যে কষ্ট করেন তার বলে শেষ করা যাবেনা। আমাদের মায়েরা বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের মায়েরা সন্তানকে যথেষ্ট খাবার দিতে গিয়ে নিজে কতদনি না খেয়ে থাকে তা আমরা অনেকেই জানি না। সাধারণত আমাদের বাংলাদেশে পরিবারের সকলকে খাওয়ানোর পর মা খায়। মা হয়তো নিজের জন্য অল্প কিছু খাবার রেখে সকলের জন্য খাবার দিয়ে দেয় কিন্তু খেতে বসে যদি কোন সন্তান বলে "মা আরেটু ভাত দাও" মা তখন নিজের জন্য যা রেখেছিল তাও দিয়ে দেয় আদরের সন্তানের জন্য এবং শেষে হয়তো মা না খেয়ে থাকে। কখনো যদি কোন সন্তান অগত্যা জিজ্ঞেস করে "মা তোমার জন্য খাবার আছেতো, তখন হয়তো মা মিথ্যে বলে, "হ্যা আছে" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই; মা না খেয়ে থাকে। ঘরে যথেষ্ট খাবার থাকলে হয়তো অন্য কিছু খেয়ে নেয় কিন্তু যাদের ঘরে নেই সেই মায়েদের অবস্থা এই রকম। সেই মায়েরা না খেয়েই সন্তানের সামনে ঢেকুর তুলতে থাকে। কারণ কোনভাবেই যেন সন্তান বুঝতে না পারে মা খায়নি।

০৩। সন্তানের চাহিদা পূরণে ব্যর্থতায় মায়েদের কষ্ট: আদরের সন্তান মায়ের কাছে কোন আবদার করলে মা দরিদ্রতার কারণে এমনকি যা কিছুর জন্য আবদার করেছে তা যদি অন্যায় আবদারও হয় তবুও সেই আবদার পূরণে ব্যর্থতায় মা অনেক কষ্ট পায়। আমাদের সকলের মা সন্তানের জন্য তাদের অনেক কষ্ট অনেক সময় কাউকে বলতে পারে না এমনকি নিজের স্বামীকেও না। সন্তানের আবদারে মা অনেক সময় রাগের মাথায় পারব না, দিবনা বললেও নীরবে, নিভৃতে মা কিন্তু নিজের অপারগতায় আর সন্তানের কষ্টের কথা মনে করে আচলে চোখ মুছেন।

০৪। সন্তানের ব্যথা যন্ত্রণা সন্তান অনুভব করার আগেই মা টের পায়: সাধু বার্নার্ড বলেছেন যিশুকে কোন আঘাতই যেমন চাবুক, বর্ষার আঘাত স্পর্শ করেনি মা মারিয়াকে স্পর্শ/আঘাত করার আগে। অর্থাৎ যিশুকে যত আঘাত করা হয়েছে তার সবটাই প্রথমে মাকে, মা মারিয়াকে আঘাত করেছে। সন্তানের সমস্ত ব্যাথায় মা কষ্ট পায় আগে। এমনকি দূরে কোথাও সন্তানের কোন কষ্ট হলে অনেক সময় মা দূরে থেকেই অনুভব করতে পারে, বুঝতে পারে।

০৫। মায়ের হাতের পাখা ঘুমিয়ে থাকলেও সারারাত চলতে থাকে: আমি জানি না কি করে এটা সম্ভব; আমি ছোট বেলা মায়ের পাশে ঘুমালে বিশেষভাবে গরমের দিনে, সেই সময় গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না; মা সারারাত হাত পাখা ঘুরাতেন। এই অবস্থায় অনেক সময় মাকে মৃদু স্বরে ডাক দিলে মা কখনো শুনত না কিন্তু মায়ের হাতের পাখা ঠিকই ঘুরতে থাকত। অর্থাৎ মা ঘুমিয়ে থেকেও সন্তানকে আরামে ঘুমানোর

জন্য পাখা ঘুরাতে থাকতেন। কি করে সম্ভব জানি না কিন্তু এটা আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আমি মানে করি আমাদের অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে।

০৬। স্বয়ংক্রিয় এলার্ম ক্লকঃ আমাদের মায়েদের হৃদয়ে মনে হয় কোন ধরণের এলার্ম ক্লক বা যন্ত্র লাগানো আছে যার কারণে সন্তানকে ভিজা নোংরা কাপড়ে বেশি সময় থাকতে হয় না, পেটে ব্যথা হলে বা সন্তানের অন্য কোন সমস্যায় সন্তান বলতে না পারলেও মা কোন না কোনভাবে আগেই টের পায়। সন্তানের সঙ্গে মায়ের নাকি নাড়ীর যোগ আছে সে জন্যেই বোধহয় সন্তানের সমস্যা জন্মের পরও সেই অদৃশ্য নাড়ীর টানে মা আগেই বুঝতে পারে।

০৭। মা এক দুর্ভেদ্য দুর্গঃ সন্তান ছোট থাকতে কোনভাবে ভয় পেলে বা উঠানে খেলতে খেলতে অপরিচিত কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে দৌড়ে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকায়। সন্তানের ভাবটা এই "তুমি যতই শক্তিশালীই হওনা কেন, আমার মা সবচেয়ে শক্তিশালী। তুমি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। এই আমি মায়ের কোলে মাথা লুকালাম।" আমি আমার একটা কবিতায় লিখেছিলাম "আমার মা, আমার দেবতা, আমার ঈশ্বর।" হ্যাঁ সব সন্তানের কাছেই মায়েরা ঈশ্বরের সমতুল্য। আমরা মায়ের মাধমেই ঈশ্বরের প্রথম পরিচয় পাই। আর সেই ছোট বয়সে সন্তানের কাছে মনে হয় তার মা-ই পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী।

সুধী পাঠক মায়ের ভালবাসা নিয়ে দুটো ছোট বাস্তব ঘটনা আপনাদের সঙ্গে সহভাগিতা করতে চাইঃ

প্রথম ঘটনাঃ আমি মধুপুর উপজেলায় জলছত্র-পিরগাছা কাজ করার সময় একদিন পিরগাছা থেকে জলছত্র আসছিলাম মটর সাইকেলে। দূর থেকে দেখলাম একটা মা মুরগী তার ডজনখানেক বাচ্চা নিয়ে রাস্তার পাশে তার বাচ্চাদের জন্য খাবার কুড়াচ্ছে। মা মুরগী তার পা দিয়ে রাস্তার পাশে পরে থাকা পাতা-লতা সরিয়ে দেয় আর বাচ্চারা পোকামাকড় খেতে থাকে। কিন্তু আমি কাছে আসতে আসতে দেখলাম মা মুরগী একা দাঁড়িয়ে আছে কোন বাচ্চা নেই। এতগুলো বাচ্চা গেল কোথায়! মটর সাইকেল নিয়ে একটু সামনে এসে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম সবগুলো বাচ্চা চিক-চিক করতে করতে মায়ের পাখার নীচে থেকে বেড়িয়ে আসল। মটর সাইকেলের শব্দে সন্তানেরা ভয় পেয়েছিল আর তাই মা তাদের সকলকে তার পাখার নীচে নিরাপদে রেখেছিল। পশু পাখীরাও কিন্তু সন্তানের কাছে মা। সাবাস মা।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ মায়েদের ক্ষুধা লাগে না: আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার একটা সত্য ঘটনা শুনেছিলাম। কোন এক গ্রামে এক মা, স্বামী কর্মস্থলে থাকায়, পাকিস্তানী সৈন্যদের ভয়ে তার দুই যমজ ছোট সন্তানকে নিয়ে কাছের একটি ছোট জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বেশ কয়েকদিন সে সেখানেই দুই সন্তানকে দুই হতে আগলে ধরে বসেছিলেন। এদিকে সময়ের ব্যবধানে মা তার দুই সন্তান ক্ষুধায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল। একদিন একদল সেনা কাছের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সেই মা ও সন্তানেদের দেখে ফেলে। মা ভয়ে অস্থির। এই বুঝি সব শেষ। কিন্তু তাদের মধ্যেও ভাল মানুষ ছিল। সেনাদলে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি এই ক্ষুধার্ত মা ও তার দুই সন্তানকে দেখে দয়াদ্র হয়ে তাদের ব্যাগ থেকে একটা বড় পাউরুটি সেই মায়ের দিকে ছুড়ে দিলেন। সেই মা সঙ্গে-সঙ্গে সেই রুটি মাঝখান থেকে ছিড়ে দুইভাগ করে দুই সন্তানের হাতে তুলে দিলেন। তখন সেই সেনাদলের একজন সেনা প্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার ওই মা খায় না কেন?" সেনা প্রধান উত্তর দিয়েছিলেন, "মায়েদের ক্ষুধা লাগে না।" হ্যাঁ মায়েদের ক্ষুধা লাগে না, তারা ক্লান্ত হয় না, তারা বিরক্ত হয়না, তাদের চোখে ঘুমও নেই। হ্যাঁ মা শুধুই মা; তার কোন বিকল্প নেই।

মা দিবসে মায়ের জন্য উপহার : আমরা মা দিবসে মাকে ছোট কিছু উপহার দিতে পারি, মাকে নিয়ে উৎসব করতে পারি। বৃষ্টির দিন একটা সুন্দর ছাতা, বয়স্ক মায়েদের জন্য একটা লাঠি বা যাদের পক্ষে সম্ভ একটা হুইল চেয়ার, কম বয়সী মায়েদের জন্য একটা সুন্দর ব্যাগ, একদিন মাকে ছুটি দিয়ে সন্তানেরা নিজেরা রান্না করে মাকে খাওয়ানো, রেষ্টুরেন্টে খাওয়া, একসঙ্গে প্রার্থনা করে সম্ভব হলে কেক কাটা, একটা শাড়ী বা মায়ের পছন্দের কোন উপহার দিতে পারি। মা দিবসে মাকে ঘিরে পরিবারের সবাই বিশেষভাবে সন্তানেরা মায়ের পাশে একত্রিত হওয়াও মায়ের জন্য বড় উপহার।

শেষের কথাঃ দিন বদলেছে, মানুষ আজকাল যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে "করোনার" করুনায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ছোট ক্লাশে অন্‌লাইন ক্লাশ করছে। ফলে যান্ত্রিকতা মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক বেগ দিয়েছে কিন্তু মনে হয় কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

মায়েরাও আজকাল সন্তানদের মেধা বৃদ্ধি, পেশাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপর জোর দিতে গিয়ে সারাবেলা সন্তানের সঙ্গে স্কুলে বসে থাকছে কিন্তু সন্তানের ধর্মীয়, মানবিক ও নৈতিক বৃদ্ধির জন্য তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। মায়েরাও আজকাল সংসারে সাচ্ছন্দের জন্য কর্মমুখী হয়ে যাচ্ছে তাতে সন্তানের মানবিক গঠনের সময় হচ্ছে না, সন্তানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময় দেয়া হচ্ছে না।

অন্যদিকে সন্তানেরাও আজকাল পড়াশোনর চাপে, আধুনিক যান্ত্রিকতার কারণে অনেক ব্যাক্তিকেন্দ্রীক, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে; মায়ের আদেশ নির্দেশের তোয়াক্কা করছে না। বাবা-মা সময় দিতে পারে না এবং পড়াশোনার অনেক চাপের কারণে এবং একই সঙ্গে যন্ত্র নির্ভরশীলতার কারণে অনেক পরিবারেই বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তনের তেমন ব্যক্তিগত যোগাযোগের সময় নেই। এটা বর্তমান বাস্তবতা; কাউকে দোষারূপ করা হচ্ছে না।

একটা সুন্দর সমাজ ও পৃথিবী গড়তে হলে বাবা মাকে সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময়, আদর্শ শিক্ষা দিতে হবে এবং অন্যদিকে সন্তানদেরও বাবা-মাকে সম্মান করতে হবে, তাদের আদেশ নির্দেশ মানতে হবে।

সকল মায়েদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছাঃ আজকের এই শুভদিনে বিশ্বের সকল মাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শন করি, আপনাদের সকল অত্মত্যাগের স্বীকৃতি দান করি। মা শুধুই মা; তার কোন বিকল্প নেই। বেঁচে থাকুক মা; বেচে থাকুক মাতৃত্ব॥

মা

পদ্মা সরদার

আমার স্বপ্ন দেখার দিন গুলি আজ নেই
আচল পেতে আদর মাখার দিন গুলি আর নেই
আমার মায়ায় ভরা মুখ খানি আজ নেই
চোখের জলে ভেজানো সেই বুক খানি আজ নেই।
আমার কাজল কালো চোখ দুটি আজ নেই
দুষ্টমিতে চোখ রাঙ্গানো চোখ দুটি আজ নেই
আমার ব্যাথায় ছলছল করা চোখ দুটি আজ নেই
আমার খুশি তে হাসি মাখা চোখ দুটি আজ নেই।
আমায় আদর করা হাত দুটি ও নেই
শাষন করা হাত দুটি আজ কোথায় গেলে পাই
আমার চোখ মোছানো হাত দুখানি নেই
ঘুম হারা রাতে ঘুম পাড়ানি হাত দুটি আজ নেই।
আমি কোথায় গেলে পাবো তারে সেথায় যেতে চাই
এই অখিলে এমন মানুষ আর কেহ না পাই
মা বলে সেই ডেকেছি কবে ভুলেছি সুরের রাগ
সেই মহাদেবীর সন্ধানেতে সদা রব সজাগ।
আমি আর একটি বার এই কোলেতে ঘুমিয়ে যেতে চাই
এই ধরনিতে তাকে ছাড়া আর পাওয়ার কিছু নেই।

গঠনদাত্রী সহনশীলা মা

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

'মা' ছোট একটি শব্দ; পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম শব্দ। দেশ-বিদেশে বেশ কয়েকটি ভাষায় 'মা' শব্দটি বুঝাতে বা সম্বোধন করতে ম/ গ দিয়ে উচ্চারণ করা হয় যেমন: মম, মাম্মি, মাদার, মামনি, মণিমা যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। মে মাস মা মারীয়ার মাস। মাকে ঘিরে অনেক প্রার্থনা, গান, কবিতা, নাটক রচিত হয়েছে। মায়ের স্তব, গুর্ণাচনার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তজন মাকে প্রণাম জানায়, ভক্তি, ভালোবাসা প্রকাশ করে। মা মারিয়া প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারের মডেল। ৯ই মে 'মা দিবস'। সকল মায়েদের জানাই প্রণাম, অভিনন্দন। মাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু লেখা হবে যা প্রশংসার দাবীদার। কয়েক বছর আগে মা দিবসে একজন মেয়ে, সে একজন ডাক্তার তার মাকে একটা কার্ডে কিছু কথা লিখেছিলো; সেই মা আবার আমাকে কার্ডটি দেখালো যা আমার মনে দাগ কেটেছিল। কথাগুলো ছিলো:

মা, তুমি একলা হলে আমায় দিও ডাক,

হাতের মুঠোয় জোছনা পেলে আমায় দিও ভাগ।

মনের মতো মা পাওয়া সহজ কথা নয়,

সবাই কি তোমার মতো ভালো মা হয়?

নও শুধু তুমি আমার জন্মদাত্রী, তুমি যে গঠন দাত্রী,

সহনশীলা মা আমার সকলের ভালোবাসার পাত্রী।।

"মা" দিবসে জানাই প্রণাম, বলি : মা তোমায় খুব ভালোবাসি",

সারা জীবন পাশে থেকো নিয়ে তোমার শ্নেহমাখা মিষ্টি হাসি।

পরে সুযোগ হয়েছিল মেয়ের সাথে কথা বলার। সে জানালো যে তার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে মায়ের জন্য। মা ছিলেন শাসন-সোহাগ গঠন দানে কড়া মিষ্টি। অনেকবার তার অপ্রয়োজনীয় আবদার মা ত্যাগ সাধনায় নিয়ে আসতেন। যেমন: বান্ধবীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা/ পালা দিয়ে লেটেস্ট ডিজাইনের পোষাক ক্রয়, অত্যাধুনিক প্রসাধনীর ব্যবহার, মোবাইল, ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ততা বা সময় নষ্ট করা তার জীবন প্রনালীতে ছিল না। তার চাওয়া উপস্থাপনের পর মায়ের শান্ত উত্তর ছিল: মামনি এ জিনিসগুলো কি খুব প্রয়োজনীয়? না হলেই নয়? তোমার পড়া লেখার সহায়ক? নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর মা ছিলেন পুরোদ্দমে গঠনদাত্রী, সহনশীলা। সন্ধ্যা প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণে মা ছিলেন

আমার পথ প্রদর্শিকা। বাসায় কোন কাজের মেয়ে ছিল না। রান্না-বান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংসারের কাজে সহ-দায়িত্ব পালন করতে শিখিয়েছেন। বাবা, ছোট দুই ভাইও মায়ের প্রজ্ঞা, বাস্তবজ্ঞান গ্রহণ করতেন। মেডিক্যালে পড়াশুনারকালে মা সাধারণ স্বাস্থ্য সম্মত খাবার তৈরী করতেন, ফাস্ট ফুড কিংবা বাইরের পানীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে আমাদেরকে সতক করতেন। এ ক্ষেত্রে মা অনেক ত্যাগস্বীকার করতেন। মা সম্পর্কে আরো অনেক কিছুই সে বলেছিল যা অন্তরে গেঁথে রেখেছি। সম্প্রতি একটা অভিযোগ: বর্তমান প্রজন্ম বিশেষভাবে কিশোর কিশোরী, খুব সমাজ অস্থির, অমিতব্যয়ী, উচ্চাভিলাষী, ধর্মের প্রতি উদাসীন, বস্তুবাদী, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইন্টানেট এবং অন্যান্যভাবে আসক্ত, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গত একবছর স্কুল-কলেজে না যাওয়ায় এ অভিযোগগুলো সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মা দিবসে মায়েদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, মিনতি, আহ্বান জানাবো যে সন্তানদের বৈশিক মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা যেমন নিয়ম বিধি মেনে চলছি তেমনি ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুস্থ-সুন্দর মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য আপনারা যেন গঠনদাত্রী, সহনশীলা মায়ের ভূমিকা পালন করতে ব্রতী হয়ে উঠেন। তবে মায়েরা ভাবেন না যে আপনাদের উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বাবাদের পক্ষ নিয়েছি। পিতৃ-হৃদয়ের কঠোরতা, মাতৃহৃদয়ে কোমলতা নিয়ে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী হয়ে উঠে গঠনদাতা-দাত্রী, সহনশীল পিতামাতা, সুখী পরিবার। কিছু কষ্টের অভিজ্ঞতা থেকে মায়েদেরকে এ অনুরোধটা জানালাম। এইতো ইস্টার সানডে একজন মা বলেছিলেন, "সিস্টার, কত সুন্দর খ্রিস্টযাগ হলো,কত খ্রিস্টভক্ত, প্রার্থনা, গান, শুভেচ্ছা বাণী আমার চোখে জল আসছে। আমি বলাম "চোখে জল কেন"? উনি জানালেন যে তার মেয়েকে ঢাকায় রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন কিন্তু মানুষ হয়ে উঠেনি। বাবা বিদেশে থাকেন ; মেয়ে যা চেয়েছে সব দিয়েছে; কোন ইচ্ছা, দাবি অপূর্ণ রাখেনি। এখন গ্রামে আসলে শুধু খাবার সময় টেবিলে, বাকি সময় মোবাইল নিয়ে মহাব্যস্ত; কিছু বলা যায়না; উশৃংখল কথা বার্তা। ইস্টার সানডে মায়ের সাথে মীসায় পর্যন্ত আসেনি। মায়ের শেষ কথা ছিল "আমি অসহায়, ব্যর্থ মা, আমার জন্য প্রার্থনা করবেন"। আরেক জন মাকে দেখলাম সুসমাচার পাঠের পর আট বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে বাইরে গেলেন, আবার কম্যুনিয়নের আগে গির্জায় ঢুকলেন। মিসার পর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন যে ছেলে চিপস, চকলেট খেতে চাইল। আমি অবাক হয়ে বললাম "বাড়ি থেকে নাস্তা করে নয়টার মিসায় এসেছেন, ছেলেকে এইটুকু সংযম করতে শেখাতে পারতেন যে এক ঘন্টা ঈশ্বরের জন্য, তারপর ফেরার পথে খাবার কিনে দিবেন। আপনার মিসায় অংশগ্রহণ থাকতো, ছেলেকে একটা গঠনমূলক শিক্ষা দেওয়া হতো"। "সিস্টার ছেলেতো একথা মোটেই শুনতো না"। মাকে জানালাম যে ছেলে সহ একদিন আমার সাথে দেখা করবেন: আমি কথা বলব। 'মা দিবস স্বার্থক হোক: মায়েদের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা রাখি, স্মরণে রাখি:

"সন্তানেরা পরিবারের সম্পদ,স্বপ্ন,
ওদের প্রয়োজন ভালোবাসা, গঠন,যত্ন"।

মায়ের পরশ

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

এই পৃথিবীতে মা সবচেয়ে আপনজন। মায়ের সাথে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক। মায়ের গর্ভে আমরা দশ মাস দশ দিন থাকার পর এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই পৃথিবীর আলো বাতাস রুপ লাবণ্য উপভোগ করি। এই পৃথিবীর মাটি, ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতিকে মা হিসেবে অভিহিত করি। কারণ এগুলোর সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কোন বিপদে পড়লে আমরা মায়ের নাম আগে স্মরণ করি। মায়ের ঋণ কখনও শোধ করবার নয়। বাড়ীতে মায়ের উপস্থিতি থাকা অর্থ হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে থাকা। মা হল বড় ছায়া ও ছাতার মত নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মায়ের স্তন্য পান করে আমরা বড় হয়ে উঠি। আমরা যখন ছোট থাকি তখন পশুর মতই অসহায় থাকি। মা বাবা যত্ন করে তিলে-তিলে আমাদের বড় করে তুলেন। তাই সন্তান হিসেবে মায়ের যত্ন নেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই পৃথিবীতে মানুষ প্রথমে যে শব্দটি বা কথাটি শিখে তা হল 'মা'। এর পরে আমরা অন্য কথা বলা শিখে থাকি। 'মা' ডাকটি অত্যন্ত মধুর। পিতা-মাতা ও সন্তানদের নিয়েই পূর্ণাঙ্গ পরিবার। পরিবারের পিতা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার উপার্জনের মধ্যদিয়েই পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। পিতা-মাতা সন্তানদের ভালোর জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকে। অনেক সময় নিজেরা ত্যাগস্বীকার করে সন্তানদের হাতে খাবার তুলে দেয়। তাদের মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলে। কিন্তু কিছু কিছু সন্তান মা বাবাকে অনেক বেশি কষ্ট দেয়। আবার কিছু-কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে যে সকল পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের অতিরিক্ত মাত্রায় আদর করে পরবর্তীতে তারাই তাদের পিতা-মাতাকে তত বেশি কষ্ট দেয়। আবার অনেক সন্তান আছেন যারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলে পিতা-মাতাকে ভুলে যায়। তাদের পিতা-মাতাকে দেখার আর সময় হয় না। অনেক পরিবারে সন্তানদের কাছে মনে হয় পিতা-মাতা তাদের জন্য একটি বোঝা। তাদের চিন্তা করা দরকার তারা হল পিতা-মাতার ভালবাসার ফসল। পিতা-মাতা না থাকলে তারা এই পর্যন্ত আসতে পারত না। যারা এরকম চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি আছে ঠিকই কিন্তু তারা আমার মনে হয় মনুষ্যত্ব বোধ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের এই উপমহাদেশে কিছু-কিছু মূল্যবোধ রয়েছে যা আমাদের সম্পদ। তার মধ্যে পিতা-মাতাকে সম্মান করা। তাদের কথা শুনা ও প্রবীণকালে তাদের যত্ন নেওয়া। "প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা, তোমাদের পিতা-মাতাকে মেনে চল, কেন না তা করাই তো সমীচীন। পিতা-মাতাকে সম্মান করবে, তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবী হবে *(এফেসীয় ৬:১-৩)*।" সবাই একদিন প্রবীন হবে তাই তাদের ভুলে গেলে ঠিক হবে না। পিতা-মাতা থাকা কালীন অবস্থায়ই তাদের যত্ন নিতে হবে। তারা যখন থাকবে না তখন হায়! হায়! করলেও তখন আর কাজ হবে না। আমার পিতা-মাতা যতই অশিক্ষিত হোক না কেন সব সময় চিন্তা করতে হবে তারা আমার পিতা-মাতা আমার অহংকার, তারাই আমার গর্ব। এই বর্তমান আমি হয়ে উঠা, ভাল অবস্থানে থাকা এগুলোর পিছনে তাদের সবচেয়ে বেশি অবদান। আমাদের যেন সেই কৃতজ্ঞতাবোধটুকু থাকে। আমরা পাখির মত নই, ডিম থেকে বাচ্চা ফুঁটার পরে আর মনে থাকবে না। তাই মায়ের প্রতি আমাদের যথাযথ মর্যাদা সবসময় রাখতে হয়। ইতিহাস সবসময় পুনরাবৃত্তি ঘটে। আজকে আমি যদি আমার পিতা-মাতাকে না দেখি আমার সন্তানেরাও আমাকে দেখবে না। কারণ তারা আমাদের কাছ থেকে শিখছে।

অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা যায় মা-বাবাগণ অনেক কষ্টের মধ্যে থাকেন। অনেক অবহেলার মধ্যে থাকেন। বিয়ের পরে লক্ষ্য করা যায় পরিবারগুলোর মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন। পরিবর্তন আসবে ঠিকই। কিন্তু এই পরিবর্তন হবে পজেটিভ পরিবর্তন। কোন-কোন পরিবারে সন্তান বিয়ে করলে যে বউমা আসে সে শাশুড়ীকে সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এর ফলে শাশুড়ী ও বউমার মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হয়। সে সকল পরিবারে প্রথম থেকেই সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকে না। শাশুড়ী কোন সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এই কথা চিন্তা করতে হবে। 'মা' সবসময় 'মা'। বিপদে পড়লে মায়েরাই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করে। শত কষ্টের মধ্যে থাকলেও মা সবসময় চায় তার সন্তান যেন ভাল থাকে। মায়েদেরও চিন্তা করতে হবে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি ছেলেকে বিয়ে করানোর মধ্যদিয়ে আরেকটি মেয়ে পেয়েছি। তার যত্ন নিতে হবে। আবার ছেলে যদি পছন্দ করে বিয়ে করে পরিবারের অমতে তখনও মেনে নিতে হয়। যদি বউ বাড়ীতে আসার পর তার সামনে একই কথা বার বার বলি তখন এমনিতেই তারা বউমার হৃদয় থেকে, মন থেকে ব্যক্তি অনেক দূরে চলে যায়। অনেক সময় পছন্দ না হলেও সুন্দর ব্যবহার করতে হয়।

যারা বউ মা আছেন তাদের চিন্তা করতে হয় আমার শাশুড়ী আমার মা তাকে মা বলেই গ্রহণ করতে হবে। কোন কোন বউমা শাশুড়ীকে মা বলে ডাকে না। বউ মা যত বেশি ডাকবে, খোঁজ খবর রাখবে সে তত বেশি ভালবাসা পাবে। পরিবার ও তার কাছে ততবেশি আনন্দের হয়ে উঠবে। পরিবারে অনেক কিছু ঘটে। সবকিছু সব জায়গায় বলতে হয় না। পরিবারে ছোট খাট বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়, আর এটা হওয়াটাও স্বাভাবিক। কিন্তু কোন-কোন বউমাকে দেখা যায় তিলকে তাল করে সবকিছু তার বাপের বাড়ীতে বললে দু'পরিবারের মধ্যে আরও গন্ডগোল বেশি হয়। তাই বউমাকে জানতে হবে কোন কথা বলতে হবে আর কোন কথা বলতে হবে না। সন্তান বিদেশে থাকলে বউমা দেখা যায় মায়ের সম্পর্কে অনেক মলিন কথা বলে, যার ফলে মা সন্তানের কাছে বেশি হয়ে যায়। মা এবং সন্তানের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয় তখন সন্তান মাকে যেন দেখতেই পারে না। কারও কথা শুনে নয়, যে যাই বলুক না কেন সন্তান হিসেবে তার দায়িত্ব রয়েছে মায়ের সেবা করা।

পরিবারে আমরা যদি মায়েদের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো সব ক্ষেত্রে মায়ের পরশ রয়েছে। পরিবারে ঘরে বাইরে সন্তানের জীবনে অনেক মায়ের স্পর্শ আছে। মা হল মঙ্গলকারিনী। যে মা হোক না কেন মা তো মা। তাই আমরা যেন তাদের যত্ন করি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করি। আমরা যদি মায়েদের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো তারা অনেক পরিশ্রম করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাদের কাজের কোন হিসেব নেই। একটির পর আরেকটি কাজ তারা সম্পন্ন করছে। তারা এত পরিশ্রম করছে যেন পরিবার ভাল চলে তারা নিস্বার্থভাবে এত কিছু করছে যেন পরিবারের সদস্যদের অসুবিধা না হয়। মায়ের পরিশ্রমের মূল্য যদি দেওয়া হত তাহলে দেখা যেত পরিবারের কর্তার চেয়েও সে আরও কয়েকগুণ বেশি মূল্য পাচ্ছে। মায়ের ত্যাগের মধ্যদিয়ে সবকিছু সুন্দর হয়। কোন-কোন সময় পরিবারে যখন অভাব থাকে বা হঠাৎ করে কেউ অতিথি হিসেবে আসে তখন মা অতিথিদের খাইয়ে নিজেরা না খেয়ে শুধু একগ্লাস পনি পান করে রাত অতিবাহিত করেন। অন্যকে খেতে দিতে পারলেই মায়েদের আনন্দ। মা তারাই যারা সন্তানদের আনন্দে আনন্দিত। মা তারাই যারা সন্তানদের জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মা তারই যারা সন্তানের ভালর জন্য শতকষ্ট সানন্দে বরণ করে নেয়। মা তারাই যারা সন্তানদের অল্প বিপদে উদ্বিগ্ন হন।

মা সবার আনন্দের জন্য অনেক কিছু করে। মাকেও আনন্দ দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই আমাদের সামর্থ অনুসারে আমরা মাকে মাঝে মধ্যে উপহার দিতে পারি। মা দিবসে মাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে পারি। মা আমার জন্যে কিছু করলে মাকে ধন্যবাদ দিতে পারি। আমার মায়ের জন্য আমি যে গর্বিত তা তাকে বলতে পারি। মায়ের প্রতি আমি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। মায়ের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতে পারি। মায়ের ভাল দিকগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরতে পারি। মায়ের সাথে আমাদের সবকিছু সহভাগিতা করতে পারি। পরিবারসহ মাকে নিয়ে ঘুরতে যেতে পারি। দূরে থাকলে প্রতিদিন মায়ের খোঁজ-খবর নিতে পারি। আমার সামর্থ অনুসারে মাকে সাহায্য করতে পারি। পরিবারে মা হল স্বর্গ, পরিবারে মা আনন্দে থাকলে সবাই আনন্দে থাকবো। তাই মাকে যেন আনন্দে রাখার চেষ্টা করি। আমরাও সবাই যেন আনন্দে থাকি। মা হল আমাদের অহংকার। মা হল পরিবারে পরশ-পাথর যার স্পর্শে পরিবারের সবকিছু সোনায় পরিণত হয়। পরিবারে মায়ের উপস্থিতি অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদের উপস্থিতি। আমরা যেন মাকে যত্ন করি, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি। যেখানেই থাকি সবসময় খোঁজ-খবর রাখি। পরিবারে সব জায়গায় মায়ের স্পর্শ অনুভব করি। মাকে নিয়ে সর্বদা পথ চলি॥

মায়ের ভালবাসা

সিস্টার সম্পা ট্রিজা গমেজ সিআইসি

শীতের সকালে বিন্দু-বিন্দু শিশির ভেজা সিক্ত লাল গোলাপ। এর পর এসেছে ফগুন। ফাগুনে শিমুল ফুঁটেছে। সন্ধ্যায় ঝি ঝি পোকার ডাক। পাশের বাড়ির থেকে কামিনী ফুলের মন মাতানো সৌরভ আসছে, পূর্বাকাশে উদ্ভাসিত চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর দূর থেকে

ভেসে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীত। "চিরদিন তবু পায় না সুরের লাহরী যেন দক্ষিণা মলয়ের সাথে এসে হৃদয়ের সহসা শিহরীত করে।" এর সাথে চাঁদনী রাতের স্নিগ্ধ ভরা ও হাসনা হেনার বাতাসভারী করা সুমিষ্ট সৌরভ নিয়ে আমি আমার মার কোল জুড়ে সুন্দরও পৃথিবীতে এলাম। স্রষ্টার অপরূপ চাহনীতে এক অপরূপা সৃষ্টি আমি। হ্যাঁ মা তোমাকে আর আমাকে ঘিরেই এই ভালবাসার প্রকাশ

প্রিয় মা,

আমার প্রণাম নিও। ভাল আছো নিশ্চয়। আজ যে তোমার জন্য একটা বিশেষ দিন। সে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব হল ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। সত্যিই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই "মা" হ্যাপি মাদার ডে। মা তোমার ভালবাসার দিনগুলো অনেক মনে পড়ছে যখন ছোট ছিলাম, তখন ভাবতাম কবে বড় হবো, আর তখন তুমি আমায় হাত ধরে বলেছিলে যা দুষ্ট মেয়ে একদিন দেখবে কত বড় হয়ে গেছ; আর এখন বড় হয়ে ভাবছি জীবনের অসমাপ্ত স্পর্শগুলোর চেয়ে ছোট বেলার ভাঙ্গা খেলনাগুলো অনেক ভাল ছিল। মা ছোট বেলায় তোমাতে নির্ভরশীল ছিলাম আর এখন তুমি আমাতে ভরসা রেখে যাচ্ছো। জানো মা তোমাকে নিয়ে যখন সিএনজিতে করে নিয়ে যাই তখন আমার পেট ধরে বসে থাক যেন পড়ে না যাও সেই ভরসায়। তখন আমি ভেবেছি তোমার গর্ভে আমি ছিলাম আর আজ আমাকে ধরে আছো সত্যিই মা তুমি কত মহৎ আর তুমি আমার পৃথিবী; সবাই ছেড়ে চলে যাবে, তুমি তো আমার পাশে সারা জীবন থাকবে। তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না, শুধু চাই আমার মাথায় তোমার আশীর্বাদের হাতটা রেখে দিও। আই লাভ ইউ মা- হ্যাপী মাদারস ডে। মা আয়না কখনো মিথ্যা বলে না, ছায়া কখনো আপন সঙ্গ ছেড়ে যায় না তাই মা তুমিও আমাকে বিপদ-আপদ, অসুস্থ অবস্থায় কোথাও যাওনা। রাত জেগে আমাকে কোলে করে রেখেছ। তাই বলতে ইচ্ছে করছে যার ললাটের ঐ কেদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে আলতা রাঁঙ্গা পায়ের ছোঁয়ায় রক্ত কোমল ফোটে সেই যে আমার মা, যার হয় না তুলনা 'I love you'.

মা আকাশের মত হয়ে ধৈর্য ক্ষমতা নিয়ে সবসময় আমার ভাল বন্ধু হয়ে সব সমস্যার সমাধান করার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছো ধন্যবাদ মা। তাই এসো প্রত্যেকেই যেন মাকে দুঃখ-কষ্ট না দেই বরং মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও দায়িত্ব কর্তব্য পালন করি। ধন্যবাদ

সকল মাদেরকে জানাই হ্যাপী মাদারস ডে।
"আই লাভ ইউ মা"॥

রবিবাসরীয়

(৫ পৃষ্ঠার পর)

দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মীয় পালক, গুরু, সেবক তারা বিভিন্ন মিটিং সমাবেশে বক্তব্য, কমিটি সদস্যদের অফিসিয়াল কাজ ইত্যাদি নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, তারা পরিবার কিংবা সমাজ পরিবর্তনের সুযোগ পান না। কিছু কমিটির সদস্যদের মধ্যে পালকীয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় বটে কিন্তু তারা বাড়িতে গিয়ে যার যার নিজস্ব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পালকীয় পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায়ের ভক্তবৃন্দগণের কাছে আদৌ পৌঁছে না, আবার পালকগণ তাদের কাছে পবিত্র আত্মার আলো পৌঁছে দিতে অপারগ। বিশ্ব সৃষ্টি কাছে বাণীপ্রচার তো দূরের কথা নিজের পাড়া প্রতিবেশীর কাছেও ঠিকভাবে আমরা বাণী পৌঁছে দিতে অক্ষম থেকেই যাচ্ছি। সুতরাং মনে করি সমাজে আহ্বান বৃদ্ধি করতে হবে এবং পরিবার ও সমাজ সেবা কাজে প্রেরিত হতে হবে।

দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে সাধু যোহন আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদের সকল সৃষ্টির উৎস যিনি তার নাম হচ্ছে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা থেকে আমরা যারা জন্ম নিয়েছি, আমাদের নামও ভালোবাসা। ভালোবাসা থেকে জন্ম নিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী ভাই-বোনেরাও। এভাবেই ভালোবাসাময় পিতার সন্তান আমরা সবাই পরস্পরের ভাই বোন, যারা ভালোবাসায় পরিবৃত। এই ভালোবাসার সূত্র ধরে আমার কোনো প্রতিবেশী ভাই যখন ভুল করে, পাপ করে, অপরাধ করে, তখন প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়াটা একদম উচিত নয়। প্রতিশোধ পরায়ন না হয়ে কোন প্রতিবেশীকে আমি প্রবক্তা হিসেবে মনে করিয়ে দিতে পারি যে, ভাই তুমি ঈশ্বরের সন্তান কিংবা তুমি এখনো পরমেশ্বরকে জানতে শেখোনি, তুমি পরমেশ্বরের সন্তান নও, কারণ তুমি ভালোবাসায় দিয়ে ভাইয়ের সংশোধন দিতে জানো না। যে কেউ প্রতিবেশীকে ভালোবাসা দিয়ে সংশোধন করতে না জানে, সে একজন ঈশ্বরবিহীন অসুস্থ ব্যক্তি। যে কেউ ভালোবেসে সংশোধন করে দিতে জানে, সে ঈশ্বরকেও জানে এবং ঈশ্বরের আদেশ পালনও করে।

আমি যদি সত্যিই ভালোবাসার সন্তান হতাম, তাহলে আমি ভাই প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ, কটু কথা, অনৈতিক লালসা, অবিচার করতাম না। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল যুক্ত করতাম না বরং যা কিছু মানুষের মঙ্গলে আসে তাই করতাম। কোন প্রকার অপকর্ম অপরাধ করতাম না, অন্যের ক্ষতি চিন্তা করতাম না। এসব অপরাধে আমরা যতই লিপ্ত হই, ততই প্রমাণ করি আমি ঈশ্বরের সন্তান নই, ঈশ্বর আমার মধ্যে নেই। আর ঈশ্বরবিহীন মানুষ সবসময় শয়তানের কারখানা স্বরূপ। পৃথিবীতে যিশুর আদেশ পালন না করে মানুষ বরং দিনে দিনে নিজস্ব ধান্ধায় শয়তানের কারখানা বানাচ্ছে।

তাই আসুন প্রিয়জনেরা, আমরা ডিজিটাল পৃথিবীর বাক্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে প্রভুর বাক্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। জাগতিক আদেশ-নির্দেশ আমাদের রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইবেলে যিশুর আদেশ সমূহ আমাদেরকে শান্তি রাজ্য গঠন করতে এবং স্বর্গে চিরশান্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর। প্রতিদিন প্রার্থনায় এবং খ্রিস্টযাগে তিনি আদেশ বাণী রাখেন। তা দৈনিক খাদ্য হিসেবে আমরা যেন গ্রহণ করি আর এইভাবে যিশুর মনোনীত আমরা, সকল কাজে যেন এগিয়ে যেতে পারি, সফল হতে পারি। কারণ মঙ্গলসমাচারের মধ্যে যিশু আমাদেরকে এই আশীর্বাদ করতে চান, যেন আমরা সফল হয়ে কাজের ফল স্থায়ী করতে পারি এবং তার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আদেশ যদি পালন করতে পারি, তাহলে আমরা পিতার কাছে যা কিছু চাইবো তিনি আমাদের দেবেন। বাইবেলে বর্ণিত পিতার কোন আদেশ সত্যিকারভাবে কঠিন নয় বরং সুবহ এবং লঘুভার। তাই পিতার কাছ থেকে সবকিছু পাবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আদেশগুলো পালন করতে যত্নবানই।

যিশুর বন্ধুদের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র মঙ্গলবার্তা প্রচারিত হবার নিমিত্তে পবিত্র আত্মা তাঁর প্রজ্ঞা, আলো এবং শক্তি দান করুন॥

মা তোমাকে ভালোবাসি

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

মা গৃহে নাই যার, সংসার তার অন্ধকার তার। মা শব্দটি যদিও অতি ছোট্ট কিন্তু ব্যাপকতা, গুরুত্ব, তাৎপর্য অপরিসীম। কথায় বলে চিড়া বল, মুড়ি বল ভাতের সমান না। মাসি বল, পিসি বল মায়ের সমান না। গোটা বিশ্বময়কে মায়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ধরিত্রী মা, বিশ্ব মা, বাংলা মা। প্রতিটি সুন্দর বস্তুর আকর্ষনীয়তা আছে, বস্তুর সাথে মানুষের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি মায়ের সাথে সন্তানের ভালবাসার সম্পর্ক নিবিড়, গভীর অনুরাগের। বস্তুর প্রয়োজনীয়তায় প্রিয় জিনিসটি ছাড়া মানুষের জীবন অনেকটা অচল, বিষময় হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি মায়ের সম্পর্ক ব্যতীত সন্তান অন্ধকার অনুভব করে তার জীবনে। মা মধুময়, মা হাস্যময়ী। মা তার সন্তানকে যত বকা-ঝকা বা রাগ করে থাকুক আসলে মায়ের চোখে মুখে, হৃদয়ে আছে সিগ্ধ পরশ, মিষ্টিময় হৃদয়, মুখে তার হাস্যময় চাহনি, সোহাগ ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি দরদ, মমতাবোধ এবং মাতৃত্ব।

মা তুলনাহীন। মার ডাকে হৃদয়টা ভরে যায়, জুড়িয়ে যায় তপ্ত হৃদয়। অন্তরে আনে প্রশান্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতা। মায়ের ডাকে শিশু যেমন আনন্দ অনুভব করে, তেমনি শিশুর মা ডাকার শব্দে মায়ের হৃদয়ে কষ্ট, বেদনা, দুঃখ-মলিন বদন নিমিষে ঘুচে যায়। শিশুর জন্যে মায়ের মন অস্থির-অস্বস্থি অনুভব করে তেমনি শিশুর মধ্যে কাজ করে উত্তেজনা, অস্থির হয়ে ওঠে। মাকে না দেখা পর্যন্ত অস্থির হয়ে স্বর তুলে কাঁদে মাকে দেখার জন্য কারণ সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা গভীর ও নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মা অতি যত্নে, সঙ্গোপনে যিশুকে গর্ভে ধারণ করে, লালিত পালিত করে দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন অতি ধৈর্য্য ধরে ও কষ্ট সহ্য করে অপেক্ষা করেন। মা তার সুপ্রিয়, অমূল্য ধন সন্তানের শ্রীমুখ দর্শন করে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই ধাত্রী প্রথমে খেয়াল করে এটা পুলিঙ্গ না স্ত্রী লিঙ্গ। পরে ফুটফুটে সন্তানকে ধাত্রী তার মায়ের সামনে তুলে ধরেন, পলক দৃষ্টি মেলে মা তার সুপ্রিয় সন্তানকে দেখে মনে তৃপ্তি অনুভব করেন, হৃদয়ের আনন্দে ভুলে যায় সন্তান প্রসবের কষ্ট, বেদনা ও অস্থিরতার কথা।

সন্তানের সুখ, সমৃদ্ধি, আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, ভালোবাসা নিয়ে মা সদা জাগ্রত, চিন্তিত, সচেতন। তাই মা স্নেহময়ী জননী। মা অমূল্য সম্পদ; মা হারা সন্তানের বেদনা অসহনীয়। মা গোটা সংসারকে সৌন্দর্যে পরিপাটি রাখে। ক্লান্তিহীন মা সংসারের সমস্ত ঝামেলা সহ্য করে অনবরত কাজ করে যান। তাইতো বলে সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে। মায়ের ত্যাগস্বীকার, পরিশ্রম, আত্মত্যাগ সংসারে বয়ে আনে সুখ ও আনন্দ। মা সবই করেন নিজের জন্যে নয় বরং তার প্রিয় স্বামী ও তার সন্তানদের সুখ ও আনন্দদানের জন্যে। মায়ের কোলেই সন্তান তৃপ্তি অনুভব করেন, মায়ের কোলেই সন্তান আশ্রয় ও নিরাপত্তা খুঁজে পায়। মায়ের আঁচলেই সন্তান লুকিয়ে থাকে, নিজ মুখ মুছে পরম আনন্দ অনুভব করেন। সন্তান যখন বড় হয়ে যায় তখন সে ভুলে যায় মায়ের ভালোবাসা, সোহাগ, যত্ন লালন-পালনের কথা। এমনকি অনেক সন্তান অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। এমনও সন্তান আছে, যে হয়ে যায় বেপরোয়া, উশৃঙ্খল, প্রতিবাদী, নেশাগ্রস্থ। যার ফলে সন্তান মা-বাবার অবাধ্য হয়ে ওঠে। চরম দুঃখ, দুর্দশা, হতাশায়, অনাহারে দিনাতিপাত ও কষ্টের বিপর্যয়ে ফেলে দেয় মাকে। ভুলে যায় মায়ের যত্ন, আদরের কথা। এর চেয়ে বড় দুঃখ মায়ের আর কী আছে! মা যেমন তেমন হোক না কেন, সন্তানকে বুঝতে হবে সে মায়ের দুগ্ধ পান করেই বড় হয়েছে, লালিত-পালিত হয়েছে মায়ের কোলে, মায়ের আঁচলে থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই দুঃখিনি মাকে সেই আঁচল দিয়েই তার চোখের জল মুছতে হয় নীরবে-নিভৃতে। নীরবে অশ্রুজল ফেলেন, তবুও মা তার সন্তানদের ভালোবাসেন, মঙ্গল চান।

মা স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, সন্তানদের ঘিরেই তার ভবিষ্যত। প্রত্যেক মা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। ভাবেন এই সন্তানই সংসারে সুখ আনবে, প্রত্যাশায় অপেক্ষায় অবিরত আর ভালবেসে যান নিশর্ত॥

করোনায় এবারও নিরানন্দ ...

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

সেই নামাজ আদায় করতে হয়। ২৬ মার্চ থেকে সামাজিক বলয়ও এক অনাবশ্যক অচলায়তনের বেড়াজালে আটকে যায়। সেবার রমজানের মধ্যে ঈদের কেনাকাটায় এক অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন ঘটে। শুধু কি তাই? গত বছর প্রাণ খুলে উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়নি ঈদের উৎসব। মুসলমানদের এই পবিত্র ঈদে মানুষের কোলাকুলির যে রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে সেখানেও আসে এক ভয়ানক সামাজিক দূরত্ব। গত বছর থেকে জনগণ করোনা মোকাবেলা করে কেমন যেন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। গত বছরের মতো ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মার্চের মাঝামাঝিতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ বাংলাদেশকে আবারো আতঙ্কে অস্থির করে তুলেছে। করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের হার উর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। রমজান শেষে আসছে ঈদ, আগামী ১৩ অথবা ১৪ মে ২০২১ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। ফলে এবারের ঈদ-ও যে নিরানন্দ ভাবে উদ্‌যাপিত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন চলছে লকডাউন, চলবে ১৬ মে পর্যন্ত। দেশে লকডাউন চললেও খোলা রয়েছে মর্কেট, শপিং মল, চলছে গাড়ী! ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মানুষ করোনা আতঙ্কে যেমন অস্থির ছিলো কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার উল্টো! অথচ এবার করোনায় আক্রান্তের পাশাপাশি মৃতের সংখ্যাও অনেক বেশি কিন্তু এর পরেও মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেনাকাটি করছে, মার্কেট, শপিং মলে ভিড় জমাচ্ছে। আমরা যদি পাশের দেশ ভারতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো সেখানে প্রতিদিন কিভাবে করোনায় আক্রান্তের হার লাখের উপরে এবং মৃতের হার হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের কোন সিট খালি নেই, অক্সিজেন নেই, রয়েছে টিকার সংকটও! চারিদিকে হাহাকার, ঘরে-ঘরে কান্নার আহাজারি, শ্মশান বা গোরস্থান সবখানে সারি সারি লাশ! ইতিমধ্যে শুনেছি ভারতের কিছু ভেরিয়েন্ট বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে! যদি তাই হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য একটি অশনি সংকেত! আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই তবে আমাদের দেশেও বিপর্যয়ের সম্ভবনা রয়েছে। একটা কথা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে এ পর্যন্ত যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন একমাত্র তারাই জানে করোনা কী ধরণের ঘাতক! যারা এর মুখোমুখি হননি তারা হয়ত বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখছেন। কিন্তু মনে রাখবেন দিন শেষে আপনার অসতর্কতার জন্য আপনি আপনার পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন না তো? ঈদ বা যে কোন উৎসব আমাদের জীবনে বহুবার আসবে যদি জীবিত থাকি। কিন্তু যদি জীবনই না থাকে তাহলে এই ঈদ বা উৎসবের কোন মানে নেই। তাই সকলের প্রতি অনুরোধ, আপনারা অন্তত করোনার এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে নিজেদের অরক্ষিত রাখবেন না, জনসমাগম স্থানে যাতায়াত করবেন না, দোকান কিংবা শপিং মলে যাবেন না। আপনি বেঁচে থাকলে জীবনে বহু উৎসব করতে পারবেন, বহু কেনাকাটা করতে পারবেন। নিজে স্বাস্থ্যবিধি মানুন, সুরক্ষিক থাকুন, পরিবার ও প্রতিবেশীকে সুরক্ষিত রাখুন। মাস্ক পড়ুন জীবন বাঁচান।

আসছে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন পৃথিবীর সব মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন। পৃথিবী থেকে করোনাভাইরাসের মহামারি উঠিয়ে নেন। পৃথিবী হোক হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাস ও হানাহানিমুক্ত! আগামী দিনগুলো সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক! হাসি-খুশি ও ঈদের আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংযম, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির পরিবেশ লাভ করুক- এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। আসুন, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিই সবার প্রাণে। সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন- 'ঈদ মোবারক!'

ঈদুল ফিতর সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব। ঈদুল ফিতরের এই দিনটি অশেষ তাৎপর্য ও মহিমায় অনন্য। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদ। মুসলমানেরা এই দিনটি ধর্মীয় কর্তব্য পালনসহ খুব আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। এদিন যে সার্বজনীন আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তা শাশ্বত পুণ্য দ্বারা পরিপূর্ণ। নতুন চাঁদ দেখা মাত্র রেডিও-টেলিভিশন ও পাড়া-মহল্লার মসজিদের মাইকে ঘোষিত হয় খুশির বার্তা **'ঈদ মোবারক'**। সেই সঙ্গে চারদিকে শোনা যায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত রোজার ঈদের গান: 'ও মন্ রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ্।/ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আস্মানী তাগিদ্/...'

'ঈদুল ফিতর' শব্দ দুটি আরবি, যার অর্থ হচ্ছে উৎসব, আনন্দ, খুশি, রোজা ভঙ্গকরণ ইত্যাদি। আর তাই ঈদ মানেই আনন্দ ও খুশির উচ্ছল-উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যাওয়ার উৎসব। ঈদ প্রতিবছর চন্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে এক অনন্য আনন্দ-বৈভব বিলাতে আমাদের মাঝে ফিরে আসে। দীর্ঘ এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনা বা রোজা রাখা ও ইবাদত-বন্দেগির পর উদ্‌যাপিত হয় ঈদুল ফিতর; যা রোজার ঈদ নামে বহুল পরিচিত। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এক মাসের রোজা ভঙ্গ করে আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ এই আনন্দ-উৎসব পালন করেন। এই এক মাসের রোজা শেষে আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণীয় করার নাম-ই হলো "ঈদ"।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সানন্দে ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ।' (বুখারী ও মুসলিম)

ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের আয়োজন, যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হন এবং আনন্দ সমভাগাভাগি করেন। ঈদুল ফিতর বা রোজা ভাঙার আনন্দ-উৎসব এমন এক পরিচ্ছন্ন আনন্দ অনুভূতি জাগ্রত করে, যা মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথপরিক্রমায় চলতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে। ফলে বছরজুড়ে নানা দুঃখ-কষ্ট, মান-অভিমান, প্রতিকূলতা, পাওয়া না পাওয়ার সকল বেদনা ভুলে ঈদের দিন মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন।

ঈদ উৎসব পালনেও রয়েছে বেশকিছু রীতিনীতি। যেমন, সামর্থ অনুযায়ী ঈদের দিন সকালে সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নতুন পোশাক পরিধান করা, গায়ে সুগন্ধি মাখা, পুরুষরা ঈদগাহে বা মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়া, সালাত শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে গিয়ে মিষ্টিমুখ করা।

ঈদ ধনী-গরিব সব মানুষের মহামিলনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে ঈদের দিন ঈদগাহে বা মসজিদে ঈদের নামাজে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লির সমাগম হয়। রমজান মাসের সংযম ও আত্মশুদ্ধি অনুশীলনের পর ঈদুল ফিতর ধনী-গরিব-দিনমজুর নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষকে আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং সবার মধ্যে গড়ে ওঠে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের বন্ধন। এইদিন ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে পরিচিত-অপরিচিত সবাই একে অপরকে "ঈদ মোবারক বা ঈদ মুবারক" বলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে জড়িয়ে কোলাকুলি করে সাম্যের জয়ধ্বনি করেন। এই কোলাকুলি উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার বন্ধনকে নতুন করে আবদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবালবৃদ্ধবনিতা সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় নিয়মনীতির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়।

রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ ময়দান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান, ঢাকার ধানমন্ডি শাহী ঈদগাহ বা মুঘল ঈদগাহ, সিলেটের শাহী ঈদগাহসহ দেশের সব ঈদগাহ ও মসজিদে ঈদের জামাত শেষে পার্থিব সুখ-শান্তি, স্বস্তি আর পারলৌকিক মুক্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সেই সঙ্গে বিশ্বশান্তি এবং দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও সংহতি কামনা করা হয়।

যাইহোক, এখন আসি মূল প্রসঙ্গে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে চীনের উহান প্রদেশের উবেই শহরে ছড়িয়ে পড়ে নতুন ধরণের এক ভাইরাস, যার নাম দেওয়া হয়েছে "করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯"। বিশ্বব্যাপী বিস্ময়কর এই ভাইরাসটির সক্রিয় উপস্থিতি জানান দেয় ২০২০ সালে। আর একি বছর ৮ মার্চ থেকে করোনা সংক্রমণ বাংলাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছে এই অতিমহামারী "করোনা"র ভয়ঙ্কর দাপট। এই করোনা মহামারী মানুষের সহজ সরল জীবনকে কঠিন জালে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। মহামারী এই বিশ্বে নতুন বিষয় নয়। পৃথিবীতে মানুষ যুগে-যুগে সময়ের ব্যবধানে এমন মহামারীর আক্রমণের শিকার হয়েছে বহুবার। তবে সেসব মহামারীতে অসুস্থ ব্যক্তিকে আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন রেখে সুস্থ মানুষকে ভিন্ন কোন নিরাপত্তার বলয় তৈরি করতে হয়নি। কিন্তু এবারের মহামারী করোনা ভাইরাস সুস্থ-অসুস্থ সব মানুষের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করে সহজ যোগাযোগের পথে এক সুউচ্চ দেয়াল তৈরি করে দিয়েছে, যা বিশ্ব এই প্রথমবার উপলব্ধি করল। মানুষকে বাধ্য করল স্বাস্থ্যবিধি মানতে। শুধু আক্রান্তরাই নয়, সুস্থ মানুষকেও সুস্থ থাকা সত্বেও নিরাপদ দূরত্বে থাকার নতুন স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম শিখিয়ে ছাড়লো। ফলে করোনার মহাবিপর্যয়ে জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়লো। মানুষের জীবন যাপন, আনন্দ উৎসব, ধর্মীয় রীতিনীতি সবকিছুতেই এর বিপর্যয় লক্ষ্য করা গেলো। গত বছর থেকে এখনও পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ের নানা রকম আনন্দ উৎসব থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিধি পালনেও "পথ আটকে" বাধা সৃষ্টি করলো। ফলে বিভিন্ন জনসমাগমপূর্ণ উৎসব-আনন্দের পরিবর্তে মানুষকে একা একা গৃহবন্দী অবস্থায় সব স্মরণীয় দিন টিভিতে, ভার্চুয়াল জগতে উপভোগ করতে বাধ্য করলো।

এমনকি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রমজান মাস মুসলমানদের জন্য এক আলাদা মাত্রার বার্তা নিয়ে হাজির হয়। কারণ জামাতে তারাবির নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে হয়। ফলে বেশিরভাগ মুসল্লিকে ঘরে বসেই

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মায়ের তুলনা হয় না

সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ

পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর আর মধুর ডাক হলো 'মা'। মা এর ইংরেজি শব্দ হলো Mother. এই শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়-

M - Mother,
O - of
T - The
H - Human
E - Excellent
R - Realation.

অর্থাৎ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক হলো মা।

সন্তান যখন মা বলে ডাকে, মায়ের যেন তখন আনন্দের সীমা থাকে না, মা যেন তখন খুবই পরিতৃপ্ত। সন্তানের মুখে এই মা ডাক শোনবার জন্যেই মায়েরা দশমাস দশদিন তার গর্ভে ধারণ করে, ধৈর্য্য ধরে কত কষ্টের মধ্যে জন্ম দেয় সন্তানকে। কিন্তু সন্তান জন্ম নেওয়ার পর সন্তানের মুখ দেখেই মা সব কষ্ট ভুলে যায়। তেমনিভাবে কোন একজন মাও জন্ম দিয়েছিল তার এক পুত্র সন্তানকে। মা তার এই সন্তানের কোন আশা-আকাঙ্খাই অপূর্ণ রাখেনি। সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাঁধা-বিপদে মা তার আঁচল পেতে ছেলেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু মানুষের চিন্তা আর ঈশ্বরের চিন্তা ভিন্ন, তিনি খুব অল্প বয়সেই এই ছেলেকে তার কাছে ডেকে নিয়েছেন। নিয়তি হয়ত এরকম-ই। আমরা যা চাই বা যা প্রত্যাশা করি, তা হয়ত পরিপূর্ণভাবে কোনদিনই পাই না। এই মা কি চেয়েছিল, মা বেঁচে থাকতে চোখের সামনে ছেলের মৃতদেহকে দেখতে? কোন মা-ই বা চায় তার সন্তানের মৃতদেহকে কোলে নিতে? একজন মায়ের কাছে তা খুবই কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক। মায়ের অনুভূতি আমরা সবাই অনুভব করতে পারব না। সন্তানের মৃতদেহকে বহন করা, সহ্য করা কতটা কষ্টকর তা মা ছাড়া কেউ বুঝতে পারব না। কিন্তু এই মা দোষারোপ করছে না ঈশ্বরকে কিংবা তার ভাগ্যকে। তবে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে মা আজও অকৃপণভাবে ভালবেসে যাচ্ছে তার এই প্রিয় আদরের পুত্র সন্তানকে। আজও কবরের মাটির উপর হাত বুলিয়ে প্রতিদিন আদর করে মা তার ছেলেকে, হয়ত আজ কবরের ভিতরে তার একমাত্র ছেলের কোন চিহ্নই নেই,তার ছেলের দেহাবশেষ ধুলি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মা আজও ছেলের শরীরের গন্ধ পায়, মাটি ধরে অনুভব করে ছেলের স্পর্শ, গুণগুণ করে ছেলেকে বলে যায় সারাদিনের সমস্ত ঘটনা। ঝড় এলে ভয় পায় এই বুঝি তার ছেলে ভিজে যাবে, সন্ধ্যা হলে কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয় যেন তার ছেলে অন্ধকারে না থাকে। আসলে মায়েরা কেন জানি এ-রকম-ই। সন্তান পৃথিবীতে বেঁচে নেই তা জেনেও সন্তানের আশায় পথ চেয়ে থাকা, সন্তানের স্মৃতিগুলো আঁকড়ে ধরে নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তানকেও বাঁচিয়ে রাখা। যেসব মায়েদের সন্তান রয়েছে তারা হয়ত অনেকেই অনেক সময় কিছুতেই অন্যের কষ্টটা বুঝতে চেষ্টা করে না কিংবা বুঝতে চায় না। তাই অনেক সময় পাড়া প্রতিবেশীরা বলতে পারে, কেন এই মা সব সময় কবরে যায়? কিংবা কেন আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে না, মিশে না? আসলে সন্তান হারানো মায়েদের প্রতি আমাদের সকলেরই আরেকটু সহানুভূতিশীল এবং উদার হওয়া প্রয়োজন। নিজে থেকেই তার সাথে কথা বলা এবং তার দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন। মা হলো এমন একজন ব্যক্তিত্ব যে কিনা আমাদের অনেক কিছু দান করে, তার হৃদয় যেন সন্তানের প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ। 'মা' বা **Mother** শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মায়ের হাজারো গুণাবলি।

M-Magnificent (জাঁকজমকপূর্ণ, চমকপ্রদ). O-Outstanding (বিশিষ্ট), T-Tender- (কোমল, নরম) onorable (মর্যাদাবান, মোহনীয়), E-Extraordinary (অসাধারণ), R-Remarkable (লক্ষ্যণীয়/আকর্ষণীয়)

M-Magnificent (চমকপ্রদ): সত্যি কথা বলতে কি মা হলেন একজন চমকপ্রদ ব্যক্তি। মায়ের কাছে যেমন তার সন্তান খুবই মুল্যবান ঠিক তেমনি সন্তানের কাছেও মা খুবই মূল্যবান। সবার কাছে অবহেলিত হলেও মায়ের কাছে সন্তান কখনও অবহেলিত হয় না। মা হলো সকল প্রশ্নের উত্তর, সকল চাওয়ার পাওয়া।

O-Outstanding (বিশিষ্ট): অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, মা হলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তি। পরিবারে দেখি অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে মা একটু আলাদা হয়ে থাকে। পারিবারিক সমস্ত কষ্টের মাঝেও মা কিন্তু তার পরিবার ছেড়ে চলে যান না, কিংবা তার সন্তানকে ফেলেও পালিয়ে যান না।

T-Tender-(কোমল, নরম): মা হলেন কোমল স্বভাবের একজন মানুষ। মায়ের মনটা একদমই নরম। আমরা পরিবারগুলোতে দেখি যে, ছেলে-মেয়েদের সাথে বাবা কঠোর হলেও মা কিন্তু ছেলেমেয়েদের সাথে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারেন না। আবার কোথাও ঘুরতে বা বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নেয়, কারণ তারা জানে যে, মায়ের মন খুবই নরম, মাকে বললে যেতে দিবে।

Honorable (মর্যাদাবান, মোহনীয়): মা কে Honorable বলা হয়েছে কারণ মা হলেন, সম্মানিত, মোহনীয়, ন্যায়পরায়ন, পূজনীয় একজন মানুষ। মা তার প্রত্যেকটি সন্তানকে সমান দৃষ্টিতেই দেখেন এবং সবার প্রতি তিনি সমভাবেই যত্নশীল। এমন অনেক মা কে ও দেখা যায় যে মা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়েছেন।

E-Extraordinary (অসাধারণ): আমরা দেখি যে মা একজন অসাধারণ মানুষ। বলা হয়ে থাকে মায়ের নাকি দুর্গার মত দশটি হাত। আর কথাটা হয়ত সত্যিই তাই। মা আসলে একার হাতে সব কাজই সামলে নিতে পারে। ঘরের কাজ থেকে শুরু করে বাইরের অফিস আদালতের কাজও মা একাই করে ফেলতে পারেন।

Remarkable (লক্ষ্যনীয়/আকর্ষণীয়): মা হলেন একজন লক্ষ্যনীয়/আকর্ষনীয়/প্রসিদ্ধ গুণসম্পন্ন একজন মানুষ। আমাদের পরিবারের সকল মা ই যেন কুমারী মারীয়ার আদর্শে গঠিত একজন মা। কুমারী মারীয়া যেমন ঈশ্বরে নির্ভরতা রেখে, ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে নিজ ইচ্ছা মিলিয়ে 'হ্যাঁ' বলে যিশুকে নিজ গর্ভে ধারণ, গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে সব সময় যিশুর সাথে সাথে ছিলেন, নীরবে সব কিছু সহ্য করেছিলেন। ঠিক তেমনি আমাদের মায়েরাও তাদের সন্তানদের হাসি-আনন্দ, দুঃখ-কষ্টে, বিপদ-আপদে এমনি করেই সারাজীবন পাশে থাকেন।

পরিশেষে একজন মনিষির উক্তি দিয়ে শেষ করতে চাই, হেলেন কেলার বলেন, "পৃথিবীর সুন্দর আর শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলোকে ধরা বা ছোঁয়া যায় না, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়"। মা হলো পৃথিবীর এমন একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমরা বলে বা লিখে বুঝাতে পারব না, মায়ের ভালবাসা শুধুই হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। তবে এটুকু বলতে পারি যে, মা তো মা-ই, যার স্থান সবার উপরে। বিশ্ব মা দিবসে সব মায়েদের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালবাসা আর শ্রদ্ধা। এসো আমরা আমাদের মাকে অনেক ভালবাসি এবং বৃদ্ধ বয়সে তার যত্ন নেই । ভাল থাকুক পৃথিবীর প্রত্যেকজন 'মা'॥

মা-সন্তান সম্পর্ক

নোয়েল গমেজ

মা দিবস হলো একটি সম্মান প্রদর্শনজনক অনুষ্ঠান যা মায়ের সম্মানে এবং মাতৃত্ব, মাতৃক ঋণপত্র, সমাজে মায়েদের প্রভাবের জন্য উদ্‌যাপন করা হয়। এটি বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বের সর্বত্র মায়ের এবং মাতৃত্বের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। এগুলোর অনেকেই প্রাচীন উৎসবের সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্য। যেমন-সিবেল এবং হিলারিয়া থেকে আসা খ্রিস্টান মাদারিং সানডে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন। মাদারিং সানডে ছাড়াও ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্যে নানা আচারানুষ্ঠান ছিল যেখানে মা এবং মাতৃত্বকে সম্মান জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট রোববারকে আলাদা করে রাখা হতো। কাথলিক পঞ্জিকা অনুযায়ী এটি লেতারে সানডে যা লেন্টের সময়ে চতুর্থ রোববার পালন করা হয়, ভার্জিন মেরি ও প্রধান গির্জার সম্মানে।

খুব সম্ভবত ষোড়শ শতকের বছরে একবার নিজের মাদার চার্চ বা প্রধান গির্জায় যাওয়ার খ্রিস্টীয় রেওয়াজ থেকেই এর উৎপত্তি। এর মূল তাৎপর্য হলো যে, মায়েরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হবেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, যুবতী শিক্ষানবিশদের এবং অন্য যুবতীদের তাদের মালিকরা কাজ থেকে অব্যাহতি দিত তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ধর্মনিরপেক্ষকরণের ফলে এখন এই দিনটি মূলত মায়ের প্রতি সম্মান জানানোর দিন। যদিও বহু গির্জা এটিকে এখনো সেই ঐতিহাসিকভাবে দেখতেই পছন্দ করে, যেখানে থাকে যিশু খ্রিস্টের মা মেরী ও মাদার চার্চের মতো ঐতিহ্যবাহী রীতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। জুলিয়া ওয়ার্ড হোই রচিত মাদার্স ডে প্রক্লামেশন বা মা দিবসের ঘোষণাপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মা দিবস পালনের গোড়ার দিকের প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আনা জার্ভিস স্থাপন করেন। মাদারস ডে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন এবং মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার আর মা দিবসকে একীভূত করে বহুল প্রচার করেন। মা আমার প্রথম শিক্ষক বা আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের প্রথম শিক্ষক হলো **"মা"**। বৃহৎভাবে বললে প্রতিটি প্রাণীরই প্রথম শিক্ষক মা। যে সন্তানটি জন্মের পর মায়ের দেখা পায় না; তারও প্রথম শিক্ষক ওই মা-ই। কারণ মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রাকৃতিক। গর্ভে থাকাকালীন অবস্থাই মায়ের সংগে সম্পর্কের শুরু হয়। সন্তানকে শিক্ষা দিতে মায়ের প্রস্তুতি শুরু হয় সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই। চঞ্চল দুরন্ত কিশোর মেয়েটি, বিয়ের পরও যার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি; সে মেয়েটিরই আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সন্তান গর্ভে আসার পর। নিজের প্রতি উদাসীন মেয়েটি যত্নবান হয়ে ওঠে সন্তানের কথা ভেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন বলেছিলেন, 'আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হলেন আমার মা। মায়ের কাছে আমি চিরঋণী। আমার জীবনের সব অর্জন তারই কাছ থেকে পাওয়া। নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারীরিক শিক্ষার ফল'। যথার্থই বলেছেন। মায়ের থেকে পাওয়া নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারীরিক শিক্ষা নিয়েই তো চলতে হয় সারা জীবন। জীবন চলতে চলতে অনেক ঘটনা শিক্ষা-অভিজ্ঞতা যোজন বিয়োজন হয়। কিন্তু মূল ভিত তো মায়ের থেকে পাওয়া ঐ শিক্ষাটুকুই। এ ভিতের ওপর ভর করেই একেকটি সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠেন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। দায়িত্ব নেন সমাজের। সমাজের প্রথম শর্তই তো বন্ধন। পারস্পরিক বন্ধনেই সমাজ গড়ে ওঠে। আর এ সামাজিক বন্ধনের প্রথম শিক্ষাটা আসে মূলত পরিবার থেকেই। 'মা' নামের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আলাদা শক্তি। একজন মা মানেই একটি প্রতিষ্ঠান। একজন মায়ের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চালিয়ে নিতে হয়, সংসার নামক জাহাজটিকে। এটির মূল চালিকা শক্তি আয়-উপার্জন। বাবার হাত ধরে আসলেও চালকের দায়িত্ব তো মাকেই পালন করতে হয়। বাবা তো থাকেন তার কাজের তালে। এই অল্প উপার্জনের সংসারে জোড়া-তালি দিয়ে দিয়ে, এ কলসির পানি ও কলসিতে ঢেলে সংসারটাকে টেনে টুনে চালিয়ে নেয়ার মন্ত্র জানা থাকে মায়েদের। শত অভাবেও সন্তানদের টের পেতে না দেয়ার চেষ্টায় পালন করেন অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর ভূমিকা। অসুস্থ মা-ই নিয়ম করে খবর নেন সুস্থ সবার। কর্মব্যস্ততায় ডুবে থাকা সবার পাশে ভেলার মতো ভেসে থাকেন মা।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম তাঁর একটি লেখার উল্লেখ করেছেন, 'একদিন সব ভাইবোন মিলে খাওয়ার সময় মা আমাকে রুটি তুলে দিচ্ছিলেন, আমিও একটা একটা করে খেয়ে যাচ্ছিলাম। (যদিও ভাত আমাদের প্রধান খাবার, কিন্তু রেশনে পাওয়া যেত গমের আটা)। খাওয়া শেষে বড় ভাই আমাকে আলাদা করে ডেকে বললেন, 'কালাম, কী হচ্ছে এসব? তুমি খেয়েই চলছিলি, মাও তোমাকে তুলে দিচ্ছিল। তার নিজের জন্য রাখা সবকটি রুটিও তোমাকে তুলে দিয়েছে। এখন অভাবের সময়, একটু দায়িত্বশীল হতে শেখো। মাকে উপোস করিয়ে রেখো না'। 'শুনে আমার শিরদাঁড়া পর্যন্ত শিউরে উঠলো। সংগে সংগে মায়ের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।' এমন ঘটনার সাক্ষী শুধু এপিজে আবদুল কালামই নন। প্রত্যেক সন্তানের প্রতিই মায়েদের ভালবাসা থাকে নিখাঁদ। নিজের আগেও সন্তানের কথা চিন্তা করেন কেবল মা-ই। "মা" হলো সেই বটবৃক্ষ যেমনি করে আমাদের আগলে রেখেছেন তাঁর হৃদয়পটে। পবিত্র কোরাআনে মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার কথা আছে। পবিত্র বাইবেলে মাতাকে সম্মান করার কথা আছে। আর হিন্দু ধর্মে মায়ের স্থান সবার উপরে। মা সন্তানের ভক্তিতে সন্তুষ্ট থাকলে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। তাইতো সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেখা যায়। তিনি হলেন, আমাদের স্নেহময়ী, দয়াময়ী, সেবার মা এবং ভালোবাসার মা। তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও যত্ন নেওয়া সর্বদাই যেন আমাদের সকলের অন্তরে থাকে।

আর যে কারো উঠে আসার পেছনে মায়ের ভূমিকা সর্বাগ্রে; এ কথা বোঝার জন্য রকেট সায়েন্স আয়ত্ত করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই উচ্চতর ডিগ্রিরও। নিজ ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। মা নিজে না খেয়ে সন্তানদের খাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে সবসময়। সিনেমা দেখা, মেলায় যাওয়া, বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া। আলাদা করে টাকা দিতেন খরচ করবে বলে। রাতে ফিরে মা'র সাথে ঘুমানো। মা রান্না করে খাওয়াতেন, সবাইকে এই হলো মা-সন্তান সম্পর্ক। সন্তানের নানা আবদার শুধুমাত্র মায়ের কাছে। যে কোন সামাজিক কাজ করার আগেই মাকে জানিয়ে রাখার দরকার। ফলে মন্দ কাজ থেকে মা ঠিকই ফেরাতে পারবেন সহজে। এটা মায়ের শিক্ষা। আমি বিশ্বাস করি কোন মা-ই সন্তানের মন্দ চান না। এরপরও সমাজের মন্দ কাজগুলোও কোনো না কোনো মায়ের সন্তানের দ্বারাই হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে যে সন্তানের দূরত্ব যত বেশি, সে সন্তান দ্বারা ক্ষতিকর কর্ম তত বেশি হয়। সেটা হোক নিজের ক্ষতি কিংবা অন্যের। সব শেষে তো সমাজেরই। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, মা-সন্তান সম্পর্ক সব সময়ই বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া জরুরি। মা ও সন্তানের সম্পর্কের চেয়ে মধুর কোন সম্পর্ক হতে পারে না এ জগতে। আমাদের সমাজের আজ যা কিছু নেতিবাচক আছে, তার সমাধানের জন্য মা-সন্তান সম্পর্ক হতে হবে আরো গভীর আরো স্বচ্ছ॥

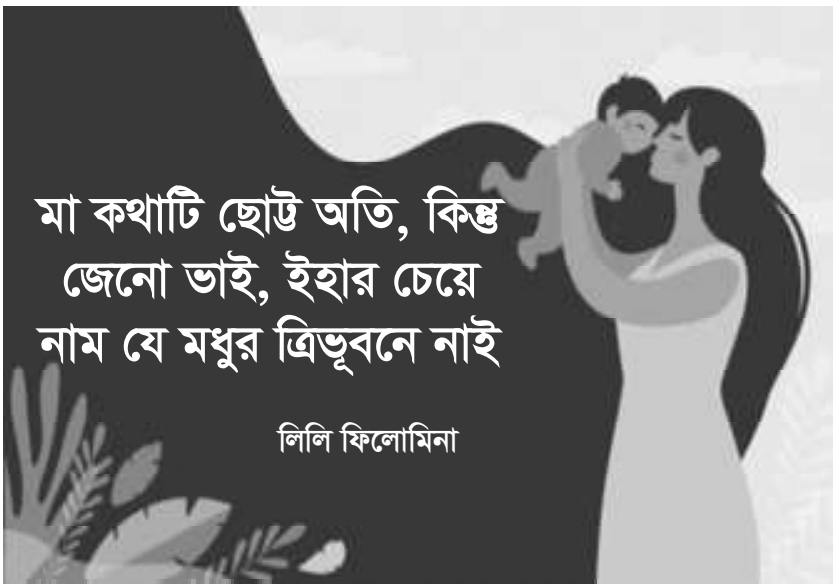

মা কথাটি ছোট্ট অতি, কিন্তু জেনো ভাই, ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রিভূবনে নাই

লিলি ফিলোমিনা

প্রকৃতির একটি অনন্য সৃষ্টি মা। ভাবুনতো মা না থাকলে পৃথিবীটা কেমন হতো? এই পৃথিবী কি তার অপার সৌন্দর্য হারাতো না? প্রাণীকূলের প্রত্যেকের স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে নিজ-নিজ মাতৃজঠরকে সম্মান করা ও মা'কে রক্ষা করা উচিত।

একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও অতি প্রাকৃত বিষয় হলো এই যে, পৃথিবীতে হাজার-হাজার ভাষার মধ্যে মা বা জননীকে ডাকতে সন্তানেরা যে শব্দটি ব্যবহার করেন সেই শব্দটি হচ্ছে "মা"। ইংরেজিতে Mother এর শুরুতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা'ও M দিয়ে। অর্থাৎ পৃথিবীর আদি, অকৃত্রিম, খাঁটি ও অলৌকিক যদি কোন শব্দ থাকে, তবে তা মা। সকল প্রাণীকূলের জন্য অত্যাবশ্যকীয়; ঈশ্বরের বরদান হলো মা। যা কোন ভাবেই পরিবর্তনীয় নয়। যার কোন বিকল্প নেই, পরিমাপক নেই । মায়ের দুধে পৃথিবীর সমস্ত পুষ্টি গুণ বিদ্যমান। রূঢ় এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রথম আমরা যে খাবার গ্রহণ করি তা মায়ের দুধ। নির্ভেজাল, খাঁটি খাবার। যে খাবার আমাদেরকে দাম দিয়ে কিনতে হয় না। মায়ের নাড়ী ছেড়া ধন সন্তানকে, মা পরম মমতায় দুগ্ধপান করায়।

প্রাকৃতিক বিরল গুণের অধিকারী মা তার আঁচলে সন্তানকে সুরক্ষিত রাখে। বিপুল বিশাল এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি। পৃথিবীকে যদি আমরা মা মনে করি, তবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী হবে আমাদের সহদর। বিনা প্রয়োজনে আমরা কোন সহদরকে হননে ব্যাপৃত হবো না। পৃথিবী যেমন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে . ঠিক তেমনি পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রতিটি প্রাণীর উচিত পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রেখে নিজেকে রক্ষা করা ও প্রকৃতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

পৃথিবীতে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ পৃথিবী পরিণতি বয়সে পদার্পন করেছে। মানব সভ্যতা ও প্রযুক্তির নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তির বারতা নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমন করছে বর্বর, আদিম পন্থায়। নারীকে দাস ও ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে আজ অবধি। জীবন ধারনের জন্য নুন্যতম চাহিদাগুলি পূরণ করতে গিয়ে মানুষ, অমানুষে পরিণত হচ্ছে। প্রকৃতি কিন্তু উদার হস্ত প্রসারিত করে আমাদেরকে একটার পর একটা উপহার দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা মানুষ নিজস্ব জ্ঞান গরিমা ও অহংকারে প্রকৃতির দেয়া উপহার নিয়ে উপহাস করছি, পায়ে দলে, ফুলের সৌন্দর্য নিংড়ে ছিড়ে ফেলে দিচ্ছি।

বর্তমান জগতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করে লাভ নেই। সবই মনুষ্যসৃষ্ট। ঈশ্বর মানুষের মধ্যদিয়েই কাজ করেন। জগতে প্রাকৃতিক যা' কিছু আছে তার যথার্থ ব্যবহার, সংরক্ষণ আমাদেরকে সম্বৃদ্ধ করবে। আর অপব্যবহার আমাদেরকে ধ্বংস করবে। একটি পরিবার গঠিত হয় মা, বাবা ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে। বাবা ও মা দুজন সংসারের ভার সমানভাবে বহন করেন। কিন্তু বাবা যদি মনে করেন যে, মা কার্যত কোন কাজই করেন না, সংসারে তার কোন মূল্যই নেই, বোঝা সরূপ, তাহলে সেই সংসার-এ অচলাবস্থা, সমন্বয়হীনতা, সন্তানের আচরন খারাপ হতে বাধ্য। কারন অসম (Imbalanced) অবস্থানে আমরা কেউই ভালো থাকতে পারি না।

সন্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধুমাত্র পিতামাতাকে নয় বরং সমাজকে নিতে হবে। 'মা' সংসারে পদার্পনের পর হতে কখনোই ছুটি কাটায় না। অথচ বাবার অফিস ছুটি হয়, বাচ্চাদের স্কুল ছুটি হয় আর কাজের বুয়াও নানা তাল-বাহানায় অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু মা পরম মমতায় সংসার আগলে রাখে, ঝড়, বর্ষা, বাদলে। মায়ের এই ঐশ্বরিক ভালবাসা, অমানুষিক পরিশ্রম, আন্তরিকতার স্বীকৃতি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন প্রকৃতপক্ষে জগতের কল্যাণ হবে।

প্রতিটি বাবা-মায়ের অবশ্য কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদেরকে বিশেষ করে কণ্যা সন্তানদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কারন একজন শিক্ষিত মা, একটি শিক্ষিত জাতির জন্ম দিতে পারে।

যিশুর মাতা হিসেবে মা মারিয়া যিশুকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন সকলের বাধ্য হয়ে চলতে। যিশু ঈশ্বর পুত্র হয়েও মায়ের আদেশ পালন করে বিয়ে বাড়ীতে জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেছিলেন। একজন খ্রিস্টান মা হিসেবে, প্রতিটি সন্তানকে সময়মত পড়াশুনায় সাহায্য করা যেমন জরুরী, ঠিক তেমনি প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে সকল মা সুখী হোক সন্তানদের ভালবাসায় ও সম্মানে এবং স্বামীর একনিষ্ঠ ভালবাসায় - এই কামনা করি॥

হে মহান শ্রমিক সাধু যোসেফ

স্বপ্না তেরেজা ত্রিপুরা

হে নীরব কর্মী সাধু যোসেফ
তোমায় করি গো নমস্কার,
তোমার উপর ভরসা রেখেছি
আমরা পেয়েছি তোমার অশেষ
আশীর্বাদ।

তোমার অসীম নম্রতার জন্য
গ্রহণ করে নিয়েছ কুমারী মারীয়াকে
গড়েছ পবিত্র পরিবার।
পবিত্র পরিবারেই জন্ম নিয়েছেন
স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রিস্ট।

সত্যি তোমার কর্ম দেখে
আমরা হই বিস্মিত
ধন্য তুমি পুণ্য তুমি
তোমার চরণে করি মাথা নত।।

মা

এ এম আন্তোনী চিরান

ভূমিকা: মা শব্দটি যদিও সবার পরিচিত তবুও এর মূল্যবোধ কিংবা এই শব্দটির নিগুঢ় রহস্য অতীব নাড়ীঘটিত ব্যাপার। নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের ভালবাসার অঙ্কুরিত ফলকে গর্ভে ধারণ করেই সন্তান জন্ম দিয়ে একজন নারী মা হয়ে উঠেন। যদিও এর মূল্যবোধকে, গুরুত্বকে আদৌ হয়ত ভেবে দেখি না, নিশ্বাসে বাতাসের জীবন্তরীণ ভূমিকাকে যেভাবে বেমালুম ভুলে থাকি। নয়তো উদাসীন থাকি নতুবা নিঃষ্ক্রিয় থাকি। শুধু প্রয়োজনের তাগিদে মাকে ডাকি তার সাহচর্য কামনা করি। নয়তো কোন কিছু পাওয়ার আবেদন ব্যক্ত করি। জানি না মন্তব্যটি কতটুকু সবার কাছে গ্রহণীয়। কিন্ত বাস্তবতায় তাই-ই লক্ষ্য করা যায়। অনেক ব্যক্তিগন আছেন মায়ের অবদানকে, মায়ের গুরুত্বকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কী, আনিসূল হক, স্নেহাস্পদ ফাদার গৌরব জি. পাথাং, জাসিন্তা আরেং, এরা সকলে 'মা'-এর সবিশেষ বিষয় নিয়ে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন তাদের মূল্যবান লেখনীতে। আসলেও মা জন্মদাত্রী নারীকে আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন মূল্যায়নে মূল্যায়ন করতে পারি। যেমন মা, গর্ভধাররিণী, কামনার যৌন চাহিদা পূরণে স্ত্রী হিসাবে স্নেহপ্রবন আর হৃদ্যতার নাড়ী বন্ধনে বোন হিসাবে আর এক দিকে কামনার লালসা পূরণে বার বণিতা হিসাবে। সে যাই হোক নারীর ভূমিকা পুরুষের স্বপ্ন পূরণে তার সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতায় নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আজ আন্তর্জাতিক মা দিবসে মায়েদের শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখার অনুপ্রেরণা নিয়ে হাতে লেখনী নিলাম।

মা হলেন গর্ভধারিণী : মা হওয়াটা যেমন নারীর রাজটিকা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নারীত্বের অমূল্য শিরোভূষণ, তেমনি মা হওয়াটা নারীর রাজটিকা শিরোভূষণ যদিওবা মানব সমাজ তা স্বীকার করুক আর নাই করুক। তবে মা হওয়াটা নারীর বাস্তব জীবনের জন্য এমন একটা মর্যাদা যে মর্যাদাকে বিশেষ মানবতার মাপকাঠিতে মাপ করা যায় না। আত্মবিশ্লেষণে তা উপলব্ধি করা যায়। আমরা হয়তো পৃথিবীতে আসাকে অনেকেই মামুলি মনে করি। তবে, মায়ের উদার মানবিক আবেগ এবং তার উদার আত্মনিবেদনকে সত্য বিবেক সম্বলিত জ্ঞান দ্বারা মূল্যায়ণ করা যায় না। আমাদের মূল্যায়ণে আসে শুধু মায়ের গর্ভধারণ, কষ্ট, তার যত্নশীলতা, সহনশীলতা আর দায়িত্বশীলতা। আর তার উপর আসে করুণা মিশ্রিত অকৃত্রিম ভালবাসা। তবুও তাকে এইসব বিষয় দিয়ে মূল্যায়ণ করা যায় না। অনুধাবন হয়তো করা গেলেও তার সীমা নির্ধারণ করা যায় না। সত্যিকার অর্থে, যে নারী মা হওয়ার সদিচ্ছা নিয়ে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, সে নারী সত্যিকার অর্থে গর্ভধারিণী প্রকৃত অর্থে স্বার্থক জননী এবং সে সন্তানের প্রতি তার দরদ আত্মনিষ্ঠতা, মায়া-মমতায় অনাবিল ভালবাসায় আত্ম-নিবেদনে সন্তানের জন্য সে জীবন দিতেও পারে।

মা রক্ষাকারিণী: একজন সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েই পৃথিবীর আলো-বতাসের সংস্পর্শে এসে- সে একান্তই অসহায়, নিরূপায়। তার মা ছাড়া সন্তানের পৃথিবী প্রবাহ, তার বাস্তব পরিবেশ- বিশেষ করে পারিবারিক গন্ডিতে একমাত্র মা-ই শিশুর রক্ষণদাতা, মাতৃ শীলতায় স্নেহ-আদর-ভালবাসার আঙ্গিকে সন্তানের জীবনের পরিপূর্ণতা দান করেন। মায়ের নিরাপদ কোলে, তার বুকের দুধ সেবনে, তার নিস্বার্থ পরিচর্যায়, সেবায় যে কোন শিশুরই প্রকৃত জীবনবৃদ্ধি পায়। তা আদব-কায়দাই হোক কিংবা ব্যক্তিত্ব বিকাশেই হোক- মা যদি পৃথিবীর বৈশ্বিক বিরূপ প্রভাবকে প্রতিরোধ না করতেন তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দ্বারা সেবা-যত্ন না নিতেন, তাহলে প্রত্যক শিশুই মৃত্যুতে ভুঁই চাপা পড়ে যেত। তাই, মা এমন একজন ব্যক্তি যিনি শুধু ধাত্রী নন, তিনি সন্তানের ধারক-বাহক, হিতকারী, পরিচর্যাকারী, সেবিকা এবং জীবন দায়ক, প্রতীক। মা ছাড়া মানব সন্তানের পৃথিবীতে আসা সত্যিই অসম্ভব-দুষ্কর!

যদিওবা আমরা যারা আর্থিকভাবে বিত্তবান, তারা শিশুদের পরিচর্যার জন্য আয়া বা পরিচর্যাকারী সেবিকা টাকার বিনিময়ে রাখেন, তাদের দায়িত্ব হলো-শিশুদের রক্ষণা-বেক্ষণ করা, পরিচর্যা করা। শিশুদের চাহিদা মোতাবেক সেবা দেয়া। তা আন্তরিকতার সাথেই হোক আর চাকরির খাতিরেই হোক কিন্তু যিনি গর্ভধারিণী তিনি কাজটা নাড়ির টানেই করে থাকেন। সেখানে কোন স্বার্থ থাকে না, থাকে না কোন মিথ্যার কোন আশ্রয়। এরকম আমার জীবনেএকটি বাস্তব ঘটনাকে তুলে ধরতে চাই- তা হলোঃ আমাদের পরিবারে ৬৪'র রায়তে আমাদের মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। কারণ, চারদিকে তখন উপজাতিদের উপর অত্যাচার, নিপিড়ণ, খুন, রাহাজানি বিপুলভাবে নেমে এসেছিল। আশ-পাশের গ্রামগুলিতে শুধু বাড়ী-ঘর পোঁড়ার মর্মান্তিক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী দ্বারা। তখন আমার ছোট ভাই এক মাসের শিশু। মা আমার ছোট ভাইকে কোলে-পিঠে করে সবসময় ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতেন আর বলতেন- 'তারা আমার ছেলেকে ওরা মেরে ফেলবে।'

মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের এই যে সন্তানের প্রতি দরদ, মমত্ববোধ, আত্মনিষ্ঠ নিবিড় ভালবাসার টান সত্যিই প্রমাণ করে যে, অপ্রকৃষ্ঠ হলেও সন্তানের প্রতি মায়ের কতটুকু মমত্ববোধ তা ভাষায় প্রকাশ করা মোটেও সম্ভব নয় বা পরিমাপ করা মানুষের দুঃসাধ্য।

মা-ই গঠনকারী প্রথম গৃহ শিক্ষক : আমরা সাধারণ জ্ঞানে, সাধারণ ধারনায় যা বুঝি, যিনি শিক্ষা দেন তিনিই শিক্ষক। পারিবারিক গন্ডিতে আত্মীয়দের পরিচিতি থেকে শুরু করে যে কোন সম্পর্কের কাকে কি সম্বোধন করতে হবে- তিনিই সেই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু সন্তানকে দিয়ে থাকেন। তাছাড়া কোন কাজে-কর্মে সন্তানের ভুল-ত্রুটি পেলে তিনিই তা সংশোধন করে দেন। আত্মীয়দের বন্ধন, বিনম্র আচরণ, নীতি কথা, ভদ্র আচরণ এমনকি বাধ্যতা ও নম্রতার আদর্শগত বিষয়টি তিনিই প্রথম সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। গুরু বা বড়জনদের শ্রদ্ধা-সম্মান, তাদের প্রতি শিষ্ট আচরণ রক্ষা করার জন্য তিনিই প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমাদের বাস্তব জীবনে যদিও বা সেই করুণাময়ী মায়ের আত্মদানকে আমরা বেমালুম ভুলে থাকি অথবা উদাসীন থাকি। তবে কৃতজ্ঞতার সাথেই স্বীকার করতে হবে যে, মানবিক জীবন গঠণে মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য এবং অগ্রগণ্য। সেটা আমরা স্বীকার করি বা নাই করি। কিন্তু বাস্তবতায় মায়ের অবদান জীবন গঠণে তার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগ্রগণ্য। হয়তো পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক প্রভাবে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে মায়ের দিক থেকে শিশুর বেড়ে উঠা, তার জীবন গঠণে শিক্ষা ও আদর্শে বিশেষ এবং নিস্বার্থ এক মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মা মারিয়া যেমন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপসংহার:

মা হলেন সন্তানের নিরাপদ আশ্রয়, যে আশ্রয় কেন্দ্রের আবর্তন সীমাহীন, সবসময় ক্রিয়াশীল, এক অবিরাম ভালবাসার আবেষ্টন যা মা ছাড়া আর কে দিতে পারে? আসলেও মায়ের এই যে ভালবাসা, আদর, স্নেহ-আদর, বাধাহীন, সীমাহীন, সর্বোপরি তা একান্তই নিঃস্বার্থতার পরাকাষ্ঠা আমাদের জীবনে। আমাদের কার সাধ্যি যে মায়ের এমন ভালবাসার প্রতিদান দেয়া? তাকে কি সাধারণ কোন শব্দ দিয়ে মূল্যায়ণ করা যায়! তিনি তো সমস্ত মূল্যায়নের উর্দ্ধে। গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া প্রতিটি মানুষেরই মায়ের প্রতি সবোর্চ্চ শ্রদ্ধা, সম্মান, আনুগত্য, সর্বোপরি, দায়িত্বশীলতা সবার আত্ম-জ্ঞানে চিরজাগরূক থাকুক। পিতা ঈশ্বর প্রত্যেককে সেই আশীর্বাদ দান করুন॥

আলোচিত সংবাদ

সারাবিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত ১৫ কোটি ৪৯ লাখ ৭৩ হাজার ৪৮ জন

৫ মে আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটার এর তথ্য মতে সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১৫ কোটি ৪৯ লাখ ৭৩ হাজার ৪৮জন এবং মারা গেছে ৩২ লাখ ৪১ হাজার ২৪জন। ৫ মে বুধবার আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটার এ তথ্য জানায়। এই সংস্থার তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছে ১৩ কোটি ২৪ লাখ ২৭ হাজার ২৮৬জন এবং বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে এক কোটি ৯৩ লাখ চার হাজার ৭৩৮ জন। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৯৮ শতাংশ এবং মারা যাওয়ার হার দুই শতাংশ। সারাবিশ্বে বর্তমানে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে এক লাখ ১১ হাজার ৭৫ জন এবং বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল।

লকডাউনের বিধিনিষেধ বাড়ল ১৬ মে পর্যন্ত, ঈদে বন্ধ দূরপাল্লার বাহন

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলমান বিধিনিষেধের মেয়াদ আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। 'শর্ত সাপেক্ষে' গণপরিবহন চালু হচ্ছে ৬ মে বৃহস্পতিবার। আর লকডাউনের মধ্যে দূরপাল্লার পরিবহন, ট্রেন ও লঞ্চ আগের মতই বন্ধ থাকবে। তবে ৬ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলার মধ্যে গণপরিবহন চলবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সোমবার সচিবালয়ে ৩ মে বলেন, "আজ সিদ্ধান্ত হয়েছে, লকডাউন যেটা আছে, ঈদ তো ১৪ তারিখ, ১৬ মে পর্যন্ত এভাবে কনটিনিউ করবে। আর গণপরিবহন জেলার ভেতর চলাচল করতে পারবে, ৬ মে থেকে চলবে। এক জেলার বাস আরেক জেলায় চলবে না। লঞ্চ ও ট্রেন বন্ধ থাকবে।" লকডাউনের মধ্যে ব্যাংকে লেনদেন করা যাচ্ছে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। সতর্কতার অংশ হিসেবে সীমিত জনবল দিয়ে বিভিন্ন শাখা চালু রেখেছে ব্যাংকগুলো।

থেমে নেই পদ্মা রেল সেতুর কাজের গতি

২৪ ঘন্টা সরব সেতুসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর এতেই একটু একটু করে জোড়া লাগছে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর রেলের ভিতগুলো। গত ৩ মে সোমবার রেল সেতুর সংযোগ প্রকল্পের মাওয়া প্রান্তে মূল সেতুর সঙ্গে যুক্ত হলো রেল সংযোগ সেতু। দিন শেষে দৃশ্যমান হচ্ছে দেশের অন্যতম বড় প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রকল্পের অগ্রগতি। ২১ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশের পাইলের কাজ প্রায় শেষের পথে। পদ্মা সেতুর সঙ্গেই উদ্বোধন করা হবে মাওয়া-ভাঙ্গা অংশের রেলপথ। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে ৪১.৫০ শতাংশ আর আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৯০ শতাংশ।

এছাড়াও একই দিনে অর্থাৎ ৩ মে গত সোমবার ভায়াডাক্ট ২-এর সঙ্গে পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তের ভায়াডাক্টের সংযোগকারী স্প্যানটি বসানো হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে ২.৫৮৯ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ২-এর নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে। প্রায় এক বছর পাঁচ মাসে ভায়াডাক্টের মূল অবকাঠামো নির্মাণকাজের অগ্রগতি প্রায় ৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে জাজিরা প্রান্তে ৪.৩১ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ৩-এর নির্মাণকাজের মধ্যে মূল অবকাঠামোর অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে রেকর্ড, নতুন উচ্চতায় বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক সক্ষমতার অন্যতম মাইলফলক হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ৩ মে দেশে প্রথমবারের মত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধির অর্থ হলো অর্থনীতির শক্তিশালী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি দেশের কাছে অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ বিদেশি মুদ্রার মজুদ থাকতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ রিজার্ভ দিয়ে কমপক্ষে ১০ মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব। ব্যাংকাররা বলছেন, সংকটে পড়লে এ রিজার্ভ অর্থনীতির গতি ধরে রাখতে কাজে দেবে। আমদানি দায় মেটাতে সমস্যায় পড়তে হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের সঙ্গে রপ্তানি আয় বেড়েছে। এ কারণে রিজার্ভের পরিমাণ ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। প্রথমবারের মতো দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে গত বছরের ২৩ জুন। তার আগে ৩ জুন রিজার্ভ ৩৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিন ৪৩ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে দেশের রিজার্ভ।

আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মমতা

টানা তৃতীয়বারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মমতা ব্যানার্জি। ৫ মে বুধবার সকালে তিনি বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করেন। মমতাকে শপথ পড়ান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। প্রসঙ্গত, মমতা ব্যানার্জি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১ হাজার ৯৫৪ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এর পরও মমতাই পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। নিয়ম অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে কোনো আসন থেকে উপনির্বাচনে তিনি জয়ী হলেই হবে। ভারতে নির্বাচনী নিয়ম অনুযায়ী শপথগ্রহণের ছয় মাস পর্যন্ত বিধানসভা বা লোকসভার সদস্য না হয়েও মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। তবে ঐ ছয় মাসের মধ্যে তাকে রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভা এবং ভারতের সরকার গঠনের জন্য লোকসভা বা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে।

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ইত্তেফাক ও কালেরকণ্ঠ

ক্যান্সার অপারেশনে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি লিপন ডি' রোজারিও, বয়স-৩৭ বছর, **পিতা:** মৃত ভুলু ডি' রোজারিও মাতা: জাসিন্তা ডি রোজারিও, **গ্রাম ও ধর্মপল্লী পাদ্রিশিবপুর থানা:** বাকেরগঞ্জ **জেলা:** বরিশাল, বর্তমানে উওর বাড্ডা হোসেন মার্কেট ময়নারবাগ, ঢাকাতে অবস্থান করছি। আমার পরিবারে স্ত্রী ও এক সন্তান আছে। গত ১১ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯ মাস যাবত পাকস্থলী ক্যান্সার রোগে ভুগছি, দিন দিন আমার শারিরীক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি বর্তমানে বি, আর, বি হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছি এবং প্রতি ২১ দিন পর পর থেরাপি নিতে হয়, এ পযন্ত আমি ৯টি থেরাপি নিয়েছি যার এক একটির মুল্য ৫১,০০০/- এবং একটি অপারেশন হয়েছে, ডাক্তার বলেছে রেডিও থেরাপি লাকবে। আমি এতদিন নিজ সম্বলে এবং অনেকের সাহায্যে চিকিৎসা নিয়ে আসছি, কিন্তু এখনও আমার চিকিৎসার অনেক টাকা দরকার যা আমার কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আমি নিস্ব অবস্থায় আছি। একদিকে আমার পরিবার-পরিজন সন্তান অন্যদিকে আমার বেঁচে থাকার চিকিৎসার খরচ। এ অবস্থায় আপনারাই আমার একমাত্র ভরসা সাথে সদা প্রভু ঈশ্বর।

আমার শারিরীক, পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আর্থিক সহায়তা জন্য আপনাদের কাছে হাত বাড়িয়েছি, এবং প্রার্থনা কামনা করছি। আমি আমার মেয়ের জন্য বাঁচতে চাই। দয়া করে আমার বেঁচে থাকার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা দানে হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

লিপন ডি' রোজারিও
মোবাইল : ০১৭১২-৭২৩০৩১
ডাচ্ বাংলা ব্যাংক একাউন্ট
১০৩১৫১০১১৬৩৮৭

পাল-পুরোহিত
পাদ্রিশীবপুর ধর্মপল্লী
বরিশাল, বাকেরগঞ্জ

মায়ের জন্য পালকের চিঠি

জাসিন্তা আরেং

পালক তখন ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। তার মা-বাবা বলতে মা'ই সব। তার মা গ্রামের একটি স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করতেন। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে তার মা তাকে পড়াতো, পড়তে বসলেই পালক মা'কে বাঘের মতোই ভয় পেতো। পড়া মুখস্ত ধরার আগেই তার দুচোখ বেয়ে জল পড়তো। সে কি মায়াবী মুখ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতো, তার ওই চেহারা দেখে তার মায়ের মনও মোমের মতো গলে পানি হয়ে যেতো। কিন্তু পড়াশুনার বেলায় কোন ছাড় ছিলো না। একদিন বিকেলে পড়তে বসে মা তাকে চিঠি লিখতে শেখালো। পরদিন তাকে বললো, কাল তুমি আমাকে কতোটা ভালোবাসো তা লিখে আমার জন্য একটা চিঠি লিখবে। আর সেটা হবে তোমার বাড়িরকাজ। আমি স্কুল থেকে ফিরে তোমার চিঠি পড়বো এবং বলবো কেমন হয়েছে। সেও সুন্দর করে ছোট করে তার মাকে চিঠি লিখে ফেললো। চিঠিতে লিখলো, মা আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় পাই। মা স্কুল থেকে ফিরে তাকে বললো, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমিতো তোমার মা। তবে তোমাকে যখন পড়াতে বসি, তখন আমি তোমার শিক্ষক। আর শিক্ষককে একটু কঠোর হতে হয়, নাহলে যে তুমি পড়া শিখবে না। পালকের তখন বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার বয়স ও বুদ্ধি কোনটাই ছিলো না। তবে যখন সে বেড়ে উঠতে লাগলো ও এসবে অভ্যস্ত হতে লাগলো; তার মায়ের কথাটি সে উপলব্ধি করলো। সে মনে-মনে ঠিক করলো যে, এখন থেকে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করবে, মা'কে পড়া দিবে; তাহলে আর ভয় পাওয়ারও কিছু থাকবে না। সে যখন চতুর্থ শ্রেণিতে উঠলো, সে ঠিক করলো এখন সে তার মায়ের জন্য একটা লম্বা চিঠি লিখবে ও বলবে যে, সে তাকে খুব শুধুই ভালোবাসে, আর ভয় পায় না। বিকেলে মা স্কুল থেকে ফেরার আগেই রঙিন কাগজে লেখা চিঠিটা মায়ের বিছানায় রেখে আসলো।

ভাবলো, মা এসে দেখবে আর ভীষণ খুশী হবে।

পালকের মা বরাবরের মতোই স্কুল থেকে ফিরছিলো, এমন সময় কোথা থেকে ট্রাক এসে তার উপর দিয়ে চলে গেলো। তিনি ওখানেই মারা গেলেন। তার দাদু-দিদিকে জানানো হলো, তারা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে গেলো এবং কবর দিলো। পালক তখনও অনেক ছোট, তাই সে বুঝতে পারলো না যে, তার মা আর নেই। সে দাদুকে জিজ্ঞেস করলো, মা কোথাই গেছে দাদু? মা কবে আসবে? আমি মায়ের জন্য চিঠি লিখে রেখেছি, মা আসলে তাকে দিবো। মা জেনে খুশী হবে যে, আমি আর তাকে ভয় পাই না। দাদুও শিশুমনে তাকে কষ্ট দিতে চায়নি, তাই তাকে বললো, দাদুভাই, তোমার মা তারার দেশে বেড়াতে গেছে, তুমি বড় হলেই ফিরে আসবে। তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করো, আরও ভালো করে চিঠি লিখতে শেখো; দেখবে তোমার মা একদিন তোমার কাছে আসবে ও অনেক প্রশংসা করবে। এরপর থেকে এভাবে কয়েক বছর কেটে গেলো। আজও পালক মায়ের প্রতীক্ষায় দিন কাটায়, আকাশের তারা গোনে আর অনেক চিঠি লেখে।

এখন পালক সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। অনেকটা দেখতে মায়ের মতো হয়েছে। সে এখন ক্লাশের সবচেয়ে ভালো ছাত্র। সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে এখন অনেক কিছুই জানে ও বুঝে। তার দাদুও মারা গেছে এক বছর গড়ালো। এখন সে তার দিদিমা'র সাথেই থাকে। তিনিও বয়সের ভারে তেমন কাজ-কর্ম করতে পারে না। একদিন মাঠে খেলার সময় দুষ্টুমি করে তার বন্ধুরা তাকে বললো, পালকের মা তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সে আর কখনও আসবে না। এই কথা শুনে কান্না করতে-করতে বাড়ি ফিরলো। দিদিমা তাকে কান্না করতে দেখে বললো, দাদুভাই তুমি কেন কান্না করছো? পালক বললো, আমার মা কি আর কখনও আসবে না দিদিমা? মায়ের কি আমায় পড়ে না মনে? দিদিমাও আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না, মেয়ের এই অবেলায় চলে যাওয়া তার কাছেও অত্যন্ত বেদনার। দিদিমা আর সত্যিটা লুকিয়ে রাখতে পারলো না। সে তাকে বললো, তোমার মা তারার দেশে চলে গেছে, সে আর ফিরবে না দাদুভাই। পালক সেদিন উপলব্ধি করলো যে, তার মা আর বেঁচে নেই। মনের অগোচরেই বলে উঠলো, চিঠিটাও আর তোমার হাতে দেয়া হলো না -মা।

সেদিন রাতে একটি চিঠি লিখে কাঁদতে-কাঁদতেই পালক ঘুমিয়ে পড়লো। সে মনে-মনে ঠিক করলো, সে আর চিঠি লিখবে না। দিদিমা তার পড়ার টেবিলে তার লেখা চিঠিটা দেখতে পেলো। মায়ের জন্য পালকের লেখা শেষ চিঠিটায় লেখা ছিলো- মাগো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানটি তোমাকে দিলেও, আজ চিঠিটা তোমায় দেয়ার ভাগ্য হলো কোথায়!

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সাধু যোসেফের স্তবে আরো ৭টি অনুনয় প্রার্থনা যুক্ত করার অনুমোদন দিলেন পোপ মহোদয়

ভাতিকানের ঐশভক্তি ও সাক্রামেন্ত বিষয়ক দপ্তর গত শনিবার ১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সাধু যোসেফের সম্মানে তাঁর স্তব-স্তুতিকায় (লিতানিতে) আরো ৭টি অনুনয় প্রার্থনা যুক্ত করেছে। এই উদ্যোগটি আসে সাধু যোসেফের বর্ষে, যে বিশেষ বর্ষ (৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ - ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) পোপ ফ্রান্সিস ঘোষণা করেছেন।

ঐশভক্তি ও সাক্রামেন্ত বিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারী আর্চবিশপ আর্থার রচে ও সহকারী সেক্রেটারী ফাদার কর্‌রাদো মাজোনি এসএমএম বিশ্বব্যাপী কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্টদের কাছে এই সংযোজনের বিষয়ে ব্যাখা করেন একটি চিঠির মাধ্যমে। "সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফ এ ঘোষণার ১৫০ বছর পূর্তিতে পোপ ফ্রান্সিস *Patris corde* 'পিতার হৃদয়ে' নামক একটি প্রৈরিতিক পত্র লেখেন। যাতে করে এ মহান সাধুর প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর গুণাবলী ও উদ্যোগ অনুসরণ করে সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেন। সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের স্তব-গীতিকা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের অনুমোদিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পোপ মহোদয়গণও সাধু যোসেফের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চিন্তা ও ধ্যান করেন। যার ফলে সাধু যোসেফের স্তব-গীতিকা হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ভাতিকানের ঐশভক্তি ও সাক্রামেন্ত বিষয়ক দপ্তর তাদের চিন্তা ও অনুসন্ধান পোপ ফ্রান্সিসের কাছে উপস্থাপন করলে পোপ মহোদয় তাতে অনুমোদন দেয় এবং আরো ৭টি অনুনয় প্রার্থনা স্তবে যুক্ত হয়। সংযোজিত অনুনয় প্রার্থনাগুলো হলো;

মুক্তিদাতার অভিভাবক, খ্রিস্টের দাস, মুক্তির সেবক, সংকটে অবলম্বন, নির্বাসিতদের প্রতিপালক, নিপীড়িতদের প্রতিপালক ও দরিদ্রদের প্রতিপালক।

উপরোক্ত সংযোজন নিয়ে স্তব-গীতিকা ৩১ সংখ্যায় উন্নীত হলো। দপ্তর জানায়, স্ব-স্ব বিশপ সম্মিলনী তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা দেখিয়ে নিজ ভাষাতে তা অনুবাদ করবেন ও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এই অনুবাদের জন্য ভাতিকানের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। দপ্তর আরো জানায়, সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি ও প্রয়োজন বিবেচনায় স্থানীয় বিশপ সম্মিলনী চাইলে আরো অনুনয় প্রার্থনা যুক্ত করতে পারেন। তবে স্তব-গীতিকায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই এই সংযুক্তি করতে হবে।

ধন্য দেবাসাহায়াম পিল্লাইসহ আরো ৬জন সাধুশ্রেণীভুক্ত হতে যাচ্ছেন

গত সোমবার (মে, ২০২১) সকালে পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানে প্রৈরিতিক ভবনের কন্সিসটোরী হলে ধন্যদের সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত সাধারণ মিটিং এ সভাপতিত্ব করেন। কার্ডিনালগণ তাদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে পুণ্যপিতাকে সাধুকরণ বিষয়ে সহায়তা করেন। সোমবারের মিটিং এ পোপ মহোদয় জানান, কার্ডিনালদের রায় ৭জন 'ধন্যকে' শীঘ্রই সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ধন্য সেই ব্যক্তিরা হলেন;

ধন্য লাজারুস (দেবাসাহায়াম) পিল্লাই

ধন্য লাজারুস যিনি সাক্ষ্যমরের মৃত্যুবরণ করেন তার সাধু শ্রেণীভুক্তকরণ সময়ের ব্যাপার মাত্র। ধন্য লাজারুস দেবাসাহায়াম নামে পরিচিত। যিনি ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে একজন যিশুসংঘী ফাদারের সহায়তায় হিন্দু ব্রাক্ষণ গোত্র থেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শ্রেণীভেদ থাকা সত্ত্বেও তিনি তার প্রচারে জোর দিতেন সকল মানুষের মধ্যকার সমতার উপর। যার কারণে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে আটক করে। ক্রমবর্ধমান কষ্ট সহ্য করে ১৪ জানুয়ারি ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাক্ষ্যমরের গৌরবমুকুট লাভ করেন। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ধন্য লাজারুসই ইণ্ডিয়ার খ্রিস্টভক্তদের মধ্য থেকে প্রথম সাধু হবেন।

ধন্য চার্লস দ্য ফুকো

ধন্য চার্লস দ্য ফুকো ছিলেন একজন ফরাসী সৈনিক যিনি উত্তর আফ্রিকায় অনেক ভ্রমণ করেছেন। প্রথম জীবন কাথলিকতা থেকে দূরে থাকলেও ২৮ বছর বয়সে বিশ্বাসীয় জীবনকে গ্রহণ করেন। ধন্য চার্লস পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রা করার সময় তার আহ্বান আবিস্কার করতে পারেন। ৪৩ বছর বয়সে তিনি যাজক হন এবং আলজেরিয়ার মরুভূমিতে ফিরে যান। সেখানে তিনি ধ্যানে, প্রার্থনায় ও পড়াশুনায় জীবন-যাপন করতে থাকেন। ১ ডিসেম্বর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে একদল খুনী দুবৃত্তের হাতে মারা যান। তিনি একটি আধ্যাত্মিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত করেন যারা তার জীবন অনুসরণ করে।

এছাড়াও অন্য 'ধন্যরা' হলেন - সেজার দ্য বোস, লুইজি মারীয়া পালাজজোলো ও জুস্টিনো মারিয়া রোসলিন্নো; যারা যাজকদের ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মারিয়া ফ্রান্সেসকা দি যেশু ও মারিয়া দমেনিকা মানতোভানি; নারীদের ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী।

মে মাসে মিয়ানমারের জন্য রোজারিমালা ও সাক্রামেন্তীয় আরাধনার আহ্বান

মিয়ানমারের কাথলিকদের বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা দেশের শান্তি ও ন্যায্যতার জন্য মে মাসে রোজারি মালা প্রার্থনা ও সাক্রামেন্তীয় আরাধনা করেন। ইয়াঙ্গুনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল চার্লস বো মা মারিয়ার মাস মে-তে পুরোহিত ও খ্রিস্টভক্তদের রোজারিমালা প্রার্থনা ও সাক্রামেন্তীয় আরাধনা করতে উৎসাহিত করেন। উল্লেখ্য প্রত্যেক সপ্তাহেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করা হবে। প্রথম সপ্তাহে শান্তির জন্য, দ্বিতীয় সপ্তাহে ন্যায্যতার জন্যে, তৃতীয় সপ্তাহে একতার জন্যে এবং চতুর্থ সপ্তাহে মানব মর্যাদার জন্যে।

মিয়ানমারের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল বো তার পালকীয় পত্রে বলেন, খ্রিস্টভক্তগণ তাদের সুবিধানুযায়ী বাড়িতে, ধর্মপল্লীতে বা বিভিন্ন ধর্মসংঘের গৃহে থেকেও এই প্রার্থনার কর্মসূচীতে অংশ নিতে পারবে। তিনি পুরোহিতদের অনুরোধ করেন যেন তারা খ্রিস্টযাগের শুরুতে এই প্রার্থনা অভিযানের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং প্রত্যেকদিনই দুপুর ২:৩০ মিনিট থেকে ৩:৩০ মিনিটে সাক্রামেন্তীয় আরাধনা ও সন্ধ্যা ৭-৮টার মধ্যে খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করেন। সাধু পোপ ২য় জন পলের উদ্ধৃতি তুলে ধরে কার্ডিনাল বো বলেন, সততা, সত্য, ন্যায্যতা ও সংহতি ছাড়া প্রকৃত শান্তি হতে পারে না। কার্ডিনালের এই আহ্বান এমন সময়ে এলো যখন মিয়ানমার রাজনৈতিক কোন্দলে ডুবে গেছে। যার শুরু হয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি অং সাং সূচির নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার অভুত্থানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে অভুত্থানবিরোধী ও গণতন্ত্রবকামীদের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্যাতন করে দমন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে সামরিক বাহিনী।

মণ্ডলী শান্তি ও গনতন্ত্রের পক্ষে

বিভিন্ন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মতো পোপ ফ্রান্সিসেরও মনোযোগ কেড়েছে মিয়ানমারের সংকট। তিনি বারবারই মিয়ানমারের জনগণের সাথে তার সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং সামরিক নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করেছেন শান্তি স্থাপনে সংলাপে বসতে। এশিয়ান বিশপস কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল বো, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য জোর দিয়ে যাচ্ছেন। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মিয়ানমারে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রার্থনা, গণতন্ত্রকামী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এবং নিহত বিক্ষোভকারীদের পরিবারগুলোকে বৈষয়িক ও নৈতিক সহায়তা দিয়ে সংখ্যালঘু কাথলিকেরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ক্ষতি না করার জন্য কাচিন প্রদেশের সিস্টার এ্যান রোজার হাঁটু গেড়ে বিনীত ও সাহসী অনুরোধ বিশ্ববাসীর কাছে মিয়ানমার মণ্ডলীর বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছে।

জাতিগত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক আচরণ

ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী কারেন ও কাচিন রাজ্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিমান হালকা, ভারী আর্টিলারী ও স্থল হামলা চালিয়ে হাজার হাজার বেসামরিক লোককে বাস্তুচ্যুত করেছে। সাড়ে ৫ কোটি জসংখ্যার দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসীগণের মধ্যে ৬.২% হলো খ্রিস্টানগণ। কারেন, চিন, কাচিন ও কায়া রাজ্যগুলোতে বেশিরভাগই খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসীগণ বাস করেন, যারা মিলিটারীদের দ্বারা নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বিগত কয়েক দশক ধরে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

জাফলং ধর্মপল্লীতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ

ওয়েলকাম লম্বা ▯ গত ২৫ এপ্রিল, রবিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জাফলং ধর্মপল্লীতে বিশেষ খ্রিস্টযাগ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এই বিশেষ খ্রিস্টযাগে বিগত বছরের সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। এতে করনা মহামারী থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পুঞ্জি ও বাগান থেকে ৬০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১০:৩০ মিনিটে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। উপদেশে তিনি বলেন, ঈশ্বরকে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যদিও গত বছর থেকে এই অবধি পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্যয় এসেছে তবুও ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে বিভিন্নভাবে রক্ষা করেছেন। পরিবারে আমরা যেন একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি ও সন্তানদেরকে যেন খ্রিস্টীয় আদর্শে মানুষ করে গড়ে তুলি। ব্রতীয় জীবনের আহ্বান হল বিশেষ আহ্বান। আমরা যেন আমাদের ছেলে-মেয়েদের ব্রতীয় জীবনে প্রবেশে উৎসাহিত করি, মণ্ডলীর কাজের জন্য তাদের দান করি। উপদেশের পর খ্রিস্টভক্তগণ তাদের উৎসর্গের দান নিয়ে আসেন। ফাদার তাদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান॥

"বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিকথা" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ফাদার শিশির কোড়াইয়া ▯ ফাদার আলবাট টমাস রোজারিও'র লেখা "বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিকথা" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। গত ১২ এপ্রিল তেজগাঁও কাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হল রুমে এই মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ঘরোয়া পরিবেশে, অল্প কিছু মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার সুব্রত বি গমেজ, ফাদার ডমিনিক রোজারিও, ফাদার বুলবুল রিবেরু, নির্মল রোজারিও, মাইকেল গমেজ ও তপন টমাস রোজারিও। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন প্রতাপ গমেজ।

প্রারম্ভিক প্রার্থনা ও নৃত্যের পর স্বাগত বক্তব্যে ফাদার আলবাট বইটি প্রকাশে সবার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় বলেন, যদিও ইতিহাস অতীতের, তবুও এটা ভবিষ্যতকে আলোকিত করে, পথ দেখায়। যারা বিভিন্ন লেখালেখি করে থাকেন তারা এই সমাজ পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করেন। একটা বই যখন বের হয় তার পিছনে শুধুমাত্র লেখকের একার না অনেকের শ্রম, মেধা কাজ করে। নির্মল রোজারিও বলেন, আমাদের একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ থাকা দরকার যেখানে বুদ্ধির চর্চা হবে, বুদ্ধির দীপ্তি প্রভাব বিস্তার করবে। ফাদার সুব্রত গমেজ বলেন, একটি জাতি ও সমাজের লিখিত ইতিহাস খুবই প্রয়োজন। ফাদার বুলবুল বলেন, বইটির প্রকাশক হতে পেরে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিবার খুবই আনন্দিত। সমাপনী নৃত্য ও তপন রোজারিও'র ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

পাইকগাছার লক্ষ্মীখোলাতে মা মারিয়ার গির্জা উদ্বোধন

সুজিত মন্ডল ▯ খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার লক্ষীখোলাতে কাথলিক মিশনের নবনির্মিত "দয়াময়ী কুমারী মা মারিয়ার" গির্জার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দের রোজ মঙ্গলবার সকালে লক্ষ্মীখোলা কাথলিক মিশনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন বিশপ মহোদয় জেমস রমেন বৈরাগী ও প্যারিস ফাদার ফাদার ফিলিপ মন্ডল। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার ভিনসেন্ট ও সিস্টারগণ। বিভিন্ন ধর্ম ও উপ-ধর্মপল্লী থেকে আগত কাটিখিস্টগণ ও কিছু গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠনে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত মানুষের আগমন ঘটে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে চাঁদখালী "সেন্ট তেরেসা গির্জার" শুভ উদ্বোধন আনুষ্ঠানে ফাদার জ্যাকব মন্ডল ও প্যারিস ফাদার ফিলিপ মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। ফাদার ভিনসেন্ট ও সিস্টারগণও উপস্থিত ছিলেন। চাঁদখালীর "সেন্ট তেরেসা গির্জা" ও লক্ষীখোলার "দয়াময়ী কুমারী মা মারিয়ার গির্জা" দুটি নির্মাণে যিনি কঠোর শ্রম দিয়েছেন, তিনি হলেন পালপুরোহিত ফাদার ফিলিপ মন্ডল॥

ভূতাহারা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ গত ১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ভূতাহারা ধর্মপল্লীতে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতি স্বরূপ তিন দিনের বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। পর্বের দিন সকাল ০৮:৩০ মিনিটে সাধু যোসেফের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা সহযোগে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও, তার সাথে ছিলেন ভূতাহারা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন এবং রহনপুর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সুজন গমেজ। এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ৪ জন সিস্টারসহ ২৩০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন, 'শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বদিনে আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি কাজেই আমাদেরকে হতে হবে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আধুনিক, দক্ষ ও পারদর্শী। তা না হলে আমরা বর্তমান বাস্তবতায় ব্যর্থ হবো, পিছিয়ে পড়ব, এমন কি পরিবারও সুন্দরভাবে চালাতে অপরাগ হব। তিনি আরো বলেন, 'সাধু যোসেফ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে যিশুর পালক পিতা হবার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নম্রতা ও বিশ্বস্ততার আদর্শ প্রকাশ করেছেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই বছরটিকে (গত ৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) "সাধু যোসেফের বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমরা জানি সাধু যোসেফ ছিলেন একজন আদর্শ শ্রমিক। তাই তিনি নম্রভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর পরিবার চালিয়েছেন। যিশু ও মারীয়ার সকল প্রকার প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং সুষ্ঠভাবে তার পরিবার পরিচালনা করেছেন। তাই আমরা প্রত্যেকেই যেন সাধু যোসেফের গুণাবলী নিয়ে একটু ধ্যান করি এবং নিজ জীবনে অনুশীলন করতে পারি।

খ্রিস্টযাগের পর মিশনবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন এবং বিশপ মহোদয়কে উপহার প্রদান করেন। পাল-পুরোহিতের ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সকলে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন॥

রাজশাহী বিশপ ভবন ও পালকীয় কেন্দ্রে শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ গত ১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ ভবন ও পালকীয় সেবাকেন্দ্রের সেবাকর্মীদের সাথে মে দিবস উদ্‌যাপন করেন। সকালে সেবাকর্মীদের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর সেবাকর্মীদেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে দুই প্রতিষ্ঠানের সেবাকর্মী ও ফাদার-সিস্টারগণ একসাথে মে মাসের প্রথম দিনের রোজারি মালা প্রার্থনা করেন বিশপ ভবনের চ্যাপেলে। প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল, মা মারীয়া যেন প্রত্যেক সেবাকর্মীদেরকে সুস্বাস্থ্যে ও নিরাপদে রাখেন এবং কোভিড-১৯ এর হাত থেকে সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করেন।

পরে সান্ধ্যভোজের শেষে বিশপ প্রত্যেক সেবাকর্মীদের হাতে উপহার তুলে দেন। বিশপ তার বক্তব্যে সেবাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আমি তোমাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজ আমি তোমাদেরকে, তোমাদের সেবাকাজের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা প্রত্যেকেই শ্রমিক। তোমরা, তোমাদের অবস্থানে থেকে তোমাদের দানের কাজ করছ বলেই আমরা আমাদের কাজকর্মগুলি, ভাল মত করতে পারছি। তাই কোন কাজকেই ছোট করে বা অবজ্ঞার চোখে দেখব না। আমরা যেন সবাই একই পরিবারের সদস্য-সদস্যা হিসেবে সুন্দর ও বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে কাজ করি॥

বাড়ী বিক্রয়

ঢাকার কাকরাইল এলাকার উইলস লিটিল ফ্লাওয়ার স্কুল কাকরাইল মসজিদ এবং আর্চবিশপ হাউজের সংলগ্ন সাড়ে তিন কাঠা জায়গায় আটটি ফ্ল্যাটসহ চারতলা বাড়ী বিক্রয় করা হবে।

আগ্রহী ক্রেতা যোগাযোগ করুণ
মোবাইল : 01729506038

বিজ্ঞ/১২৮/২১

লেখা আহ্বান

আপনাদের প্রিয় জাতীয় পত্রিকা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে 'ছোটদের আসর' ও 'পত্র বিতান' বিভাগে নিয়মিতভাবে লেখা আহ্বান করছি।

জুন মাস যিশুর পবিত্র হৃদয়ের মাস। যিশুর পবিত্র হৃদয়, যিশুর দেহরক্ত ও সাধু আন্তনীর উপর লেখাটি অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন। আর বাবা দিবসের বিশেষ সংখ্যার জন্য আপনার লেখাটি মে মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে ভুলবেন না।

এ বছর মণ্ডলীতে পালিত হচ্ছে সাধু যোসেফের বর্ষ আর রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। তাই স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধ ও সাধু যোসেফ বিষয়ক লেখাগুলো এ বছরের যেকোন সময় আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

- সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

করোনা রোধে করণীয়:

- মাস্ক পরিধান করুন;
- ঘন ঘন হাত ধুবেন;
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন;
- করোনা টিকা গ্রহণ করুন।

করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজন:

- জীবন সম্পর্কে সচেতনতা;
- পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতা;
- মানবিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ;
- প্রকৃতির যত্ন নেওয়া (বৃক্ষরোপণ, পতিত জমির ব্যবহার)।

নিরাপদ থাকুন, নিরাপদ রাখুন।
স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপন করুন।

প্রচারে : SIGNIS BANGLADESH

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 16
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৬
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 May, 2021, ২৬ বৈশাখ - ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"দাও প্রভু দাও তাদের অনন্ত জীবন"

'এডুওয়ার্ড ফ্যামিলি'র প্রয়াত প্রিয়জনদের আত্মাকে হে প্রভু, অনন্ত শান্তি দাও

মি. এডুওয়ার্ড ডি'কস্তা
স্বামী
জন্ম : ১৭ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

মি. ফ্রেডিয়ান ফারনানডেজ
বড় জামাতা
জন্ম : ১৪ নভেম্বর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

মি. বিমল নিকোলাস রোজারিও
মেজো জামাতা
জন্ম : ৭ অক্টোবর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মিসেস ঝর্ণা ডরোথী কস্তা
মেজো বৌমা
জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত এডুওয়ার্ড ফ্যামিলি

স্ত্রী: মিসেস শান্তি হেলেন ডি'কস্তা
ছেলে: নির্মল, বিমল, শ্যামল ও ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি
মেয়ে: স্মৃতি, শুক্লা ও নয়ন মেরী কস্তা
গ্রাম: দড়িপাড়া (সাহেব বাড়ী), পো:অ: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org